

সংবাদ পত্র পাবেন এই লিঙ্কেও



@tripurabhabishyat



@tripurabhabishyat

মুন্সাই
হামলার
৩০ বছর
পূর্তিত্রিপুরা
বাহ্যনা দৈনিক পত্রিকা

খবরের শেষ কথা

Tripura Bhabishyat, Bengali Daily, Agartrala Year 32, Issue : 70: Sunday, 12th March, 2023, সংখ্যা- ৭০ : ২৭শে ফাল্গুন, ১৪২৯ বাংলা, রবিবার : মূল্য ৫ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabishyat.inঘোষণা অনুযায়ী
রাজনীতি ছেড়ে
গৃহবন্দী সুদীপ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : নির্বাচনের আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন রাজনীতি ছাড়ার। ঘোষণা অনুযায়ী রাজনীতি ছাড়ার পথে সুদীপ রায় বর্মণ। নির্বাচনের আগে তিনি একাধিক জনসভায়

বলেছিলেন এই নির্বাচনই তার শেষ নির্বাচন। কি কারণে এই নির্বাচন শেষ নির্বাচন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সুদীপ বাবু। তিনি বলেছিলেন এইবার নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে না

পারলে এটাই হবে তার শেষ নির্বাচন। কারণ এই নির্বাচনের পর তার বয়স আর একটি নির্বাচন যখন হবে তখন হয়ে যাবে ৬৫ বছর। তখন মানুষের ব্রেন খুব একটা কাজ করে না। এই কারণেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন। ঘোষণা অনুযায়ী রাজনীতি ছাড়ার পথে সুদীপ বাবু। রাজ্য সফরে এসেছেন কংগ্রেসের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। তাদের সাথে যোরা তো দূরের কথা দেখা পর্যন্ত করেন নি সুদীপ বাবু। যদিও কংগ্রেস সংসদীয় দলের সাথে গোপাল রায় ও বীরজিং সিংহ। সুদীপ বাবু দলীয় কর্মী সমর্থকদের রীতিমত বলে দিয়েছেন তিনি আর সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকবেন না। এই কারণে তিনি আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীদের পাশেও দাঁড়ান নি। দেখা করছেন না কারোকে

২য় পাতায় দেখুন

কর্ণাটকে পালা বদলের
আভাষ দিল জনমত সমীক্ষা

সংবাদ সংস্থা : উত্তর-পূর্ব ভারতের তিন রাজ্যের নির্বাচন সম্প্রতি শেষ হল। সেখানে বিজেপিরই জয়জয়কার সর্বত্র। কংগ্রেস ক্যান্ডিড কোনো সফল্যই পায়নি। এবার দক্ষিণের কর্ণাটক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছেন কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই। এই রাজ্যের লড়াই মূলত ত্রিমুখী। সম্প্রতি একের পর এক সমীক্ষা সংস্থা কর্নাটকে জনমত সমীক্ষা করছে। তেমনই লোক পোল নামে এক সমীক্ষক সংস্থা সম্প্রতি জনমত সমীক্ষা রিপোর্ট সমনে এনেছে। তাদের জনমত

সমীক্ষায় আভাস মিলেছে এবার কর্নাটকে পালাবদলের সম্ভাবনা প্রবল। অর্থাৎ কর্নাটকে এবার বিজেপিকে সরিয়ে কংগ্রেস ফেরত আসতে চলেছে। কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে গতবার বৃহত্তম দল হয়েছিল বিজেপি। তারা ১০৪টি আসনে জয় পেয়েছিল। কংগ্রেস জিতেছিল ৮০টি কেন্দ্রে। আর জেডিএস জয়ী হয়েছিল ৩৭টি বিধানসভা আসনে। অন্যান্যরা পেয়েছিল তিনটি আসন। এই অবস্থায় কারা গড়বে সরকার, তা নিয়ে গুরুত্ব হয়েছিল চাপানডোতের। শেষপর্যন্ত নানা

টালবাহানার পর কংগ্রেস ও জেডিএস জোট সরকার গড়ে। পরবর্তী সময়ে সেই সরকার ফেলে বর্তমানে বিজেপির শাসন চলছে। কিন্তু সমীক্ষক সংস্থা লোক পোলের মতে এবার কংগ্রেস জয়ী হবে কর্নাটকে। তারা এবার বিজেপিকে হারিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই ক্ষমতায় আসবে বলে রিপোর্টে প্রকাশ। এককভাবেই তারা ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হবে বলে জানিয়েছে এই সমীক্ষা। জেডিএসকেও প্রয়োজন হবে না কংগ্রেসের। লোক পোলের সমীক্ষা

২য় পাতায় দেখুন

বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতিকে থানায়
নির্যাতন, আন্দোলনের পথে সাংবাদিকরা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : গত ২ মার্চ গভীর রাতে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ টাকারজলা থানার ওসি দেবানন্দ রিয়াং কতক হেনস্তার শিকার হয়েছেন। সেদিন রাতে ওসির নেতৃত্বে একদল টিএসআর জওয়ান সাংবাদিক ভবতোষ ঘোষের গোলাঘাট স্থিত বাড়িতে ঢুকে দরজায় লাথি মারতে থাকে। প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ভবতোষ ঘোষ সহ তার স্ত্রী কন্যার। বাইরে কে জিজ্ঞাস করতাই উত্তর আসে আমরা পুলিশ। পুলিশ আসায় দরজা খোলে দেন সাংবাদিক ভবতোষ ঘোষ। কিন্তু বিষয়টি বুঝে ওঠার আগেই ওসি দেবানন্দ রিয়াং

এর নির্দেশে টিএসআর জওয়ানরা সাংবাদিক ভবতোষ ঘোষকে পুলিশের গাড়িতে তোলার জন্য টানাহেঁচড়া শুরু করে। তখন ভবতোষ ঘোষ পুলিশকে বলেন আমাকে থানায় যেতে হলে যাবো। কিন্তু আমাকে পোশাক পড়তে

দিন। কিন্তু কোন কতা শুনেনি ওসি দেবানন্দ রিয়াং। সাংবাদিক ভবতোষ ঘোষ এর নাবালিকা কন্যাকে ধমকান ওসি এবং টিএসআর জওয়ান। ভবতোষ ঘোষকে থানায় নিয়ে যায়। প্রায় কিস্তি আমাকে পোশাক পড়তে

২য় পাতায় দেখুন

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | IIT-JEE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

THINK BIG

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

৩৭৭৭৪৪১৪২৯৪

53 Shishu Uddyan Biplan Bitan A. K. Road Agartala 799001

মতব্রহ্মতা "পারুল" নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন !

সন্ত্রাস ইস্যুতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ বামগ্রেস

আগরতলা, ১১ মার্চ (হি.স.): ত্রিপুরায় লাগামহীন সন্ত্রাস হচ্ছে, এই অভিযোগ নিয়ে প্রতিকারের দাবিতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয়েছে সিপিএম ও কংগ্রেসের সাংসদদের সাত সদস্যক প্রতিনিধি দল। রাজভবন থেকে বেরিয়ে রাজ্য অভিধিশালায় তারা সন্ত্রাস ইস্যুতে ত্রিপুরা সরকারকে তুলোথোনা করেছেন। তাঁদের সাফ কথা, ত্রিপুরায় বিরোধীদের উপর লাগামহীন সন্ত্রাস এবং অকথা নির্যাতন লোকসভা এবং রাজসভায় আওয়াজ তোলা হবে। ওই সন্ত্রাস বন্ধে ত্রিপুরায় শাসকের



রাজভবনে বামগ্রেসের নেতৃবৃন্দ

২য় পাতায় দেখুন

কৃতজ্ঞতা সফরে দিল্লীর মন জয় মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১১ মার্চ (হি.স.): ত্রিপুরায় দ্বিতীয় মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন ডাঃ মানিক সাহা। এছাড়াও তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রীর কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সহায়তার আশ্বাস পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এদিকে, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাদ সাংমা উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেসটন টিংসঙ-র সাথে দেখা করেছেন এবং তাঁদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন, নয়াদিল্লিতে আজ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে সৌজন্য



রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমেত সাক্ষাত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

সাক্ষাত করেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর আশীর্বাদ এবং শুভ কামনার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-র সাথে সাক্ষাত করেছেন। ত্রিপুরায়



এদিনই কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সাথে দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী ত্রিপুরার জনগণের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ত্রিপুরাকে

২য় পাতায় দেখুন

বিজেপি-কে হেয় করতে
পরিকল্পিত ঘটনা মঞ্চস্থ
বামগ্রেসের : নবেন্দু

আগরতলা, ১১ মার্চ (হি.স.): বিজেপি-কে জাতীয় স্তরে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বিশালগড়ের নেহালচন্দ্রনগরে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের নেতারা পরিকল্পনামাফিক ঘটনা মঞ্চস্থ করেছেন। সিপিএম-কংগ্রেসের সংসদীয় দলের উপর হামলার যে অভিযোগ গতকাল করা হয়েছে, বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য এভাবেই খণ্ডন করেছেন। তাঁর দাবি, ওই ঘটনার পেছনে গভীর যড়যন্ত্র রয়েছে।

প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, সিপিএম-কংগ্রেসের নেহালচন্দ্রনগরে সিপিএম-কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রতিনিধি দলের উপর হামলার অভিযোগের বিষয়টিতে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় পদাধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব বিস্তার চর্চা করেছেন।

২য় পাতায় দেখুন

সংসদীয় দলের উপর
হামলার ঘটনায় ধৃত ৩

বিশালগড়ের নেহাল চন্দ্র নগরে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের সংসদীয় প্রতিনিধি দলের ওপর হামলার ঘটনায় অবশেষে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হয় সেসব এলাকা পরিদর্শন করার লক্ষ্যে রাজ্যে আসেন ৮ সদস্য কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। সংসদীয় প্রতিনিধি দল গুজবের বিশালগড়ের নেহাল চন্দ্রনগর নগর বাজার পরিদর্শন করতে যায় এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার

চেষ্টা করলে প্রতিনিধি দলের ওপর হামলা সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচনী সন্ত্রাসে আক্রান্ত সিপিএম কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। এই সন্ত্রাসের জেরে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গুজবের রাজ্যে আসে বাম কংগ্রেসের সাংসদ দল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাম কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বদ্বারা। গণনা পরবর্তী হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে বিরোধী দলের ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল। গত ৮ মার্চ বিশালগড়ের নেহাল চন্দ্রনগর বাজারে ব্যবসায়ীদের দোকান ঘর

২য় পাতায় দেখুন

কোভিডের পর আরো একটি ভাইরাস
নিয়ে রাজ্যগুলিকে নির্দেশিকা কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা : কোভিডের পর এবার উদ্বেগ বাড়ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাই এবার পরিস্থিতি মোকাবিলায় অপর হল কেন্দ্র ইনফ্লুয়েঞ্জা সতর্কতায় শনিবারই দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। মূলত, ইনফ্লুয়েঞ্জার সতর্কতা জানানোর পাশাপাশি ইনফ্লুয়েঞ্জার বাড়াবাড়ির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রাজেশ ভূষণ। জানা গিয়েছে, এদিন নীতি

আয়োগের (স্বাস্থ্য) সদস্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। সেই বৈঠকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই বৈঠকের পরই সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব। চিঠিতে ঠিক কী লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব? এদিন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া চিঠিতে

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, ঋতু পরিবর্তনের সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি সাধারণ ঘটনা। তবে বর্তমানে পরিস্থিতিতে আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বাড়ছে। এপ্রসঙ্গে তিনি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনগুলিও উল্লেখ করেছেন। যেমন, বর্তমানে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়াই হাট এবং কাশির ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার পাশাপাশি কিছু রাজ্যে

২য় পাতায় দেখুন

অস্পিতে বিজেপির বিজয় মিছিলে
মথার হামলা, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : শনিবার বিজেপি-র উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বিজয় মিছিল। সারা রাজ্যের সঙ্গে এদিন অস্পি বিধানসভা কেন্দ্রের হরিপুরেও বিজয় মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি। কিন্তু এই বিজয় মিছিলকে বাধে বিপত্তি। বিজেপি-র বিজয় মিছিল চলাকালীন সময়ে কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হয়। ছোড়া হয় ইট, পাটকেল। এই ক্ষেত্রে সরাসরি অভিযোগের তীর ত্রিপুরা মথার দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। আক্রমণের ঘটনায় আহত বিজেপি-র বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থক। খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশাল পুলিশ, টি এস আর ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটতে হয়। বাধ্য হয়ে শুনো চালাতে হয় গুলি। এরপর লাঠি চার্জ করে পুলিশ। গোটা ঘটনায় পরিস্থিতি থমথমে। আক্রমণের ঘটনা প্রশাসন করতে গিয়ে আহত হয় কয়েকজন পুলিশ কর্মীও। ইতি মধ্যেই আক্রমণের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। এলাকায় মোতায়ন রয়েছে প্রচুর পুলিশ ও টি এস আর। এদিকে এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মথার কর্মী সমর্থকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি সমর্থকদের ভয় ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই হুমকি। পুলিশের ভূমিকায় হতাশ বিজেপির কর্মীরা। মথার সন্ত্রাসে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। যদিও বিজেপি ক্ষমতায়। তবুও বিনিময় রজনী কাটাচ্ছে পাছাড়ের বিজেপির জনজাতি ভোটাররা।

মথার গোপন বার্তা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় বিজেপির বিজয় মিছিল হবে তো আমাদের অস্পিনগর বিধানসভা তেও বিজেপির বিজয় মিছিল হবে আমাদের এমএলএ, আমাদের এমডিএস, আমাদের জোনাল তারপরেও বিজেপির পক্ষ থেকে বিজয় মিছিল করা হচ্ছে কিন্তু উনাদের প্রার্থী হেরে যায় তারপরেও বিজয় মিছিল তাই সমস্ত ত্রিপুরা মথার সমস্ত যুব সংগঠন একত্রিত হয়ে তাদেরকে হুমকি দিয়ে এই বিজয় মিছিল স্টপ করতে হবে যেভাবেই হোক আমাদের সবাই একত্রিত হয়ে এই মিছিলকে বানচাল করতে হবে পরে আমাদের কোন ক্ষমতা থাকবে না এবং ব্লক বিজেপির হাতে ক্ষমতা চলে যাবে তাই আপনারা সবাই সবাই তাড়াতাড়ি আসো এবং বিজেপির কার্যকর্তারা এমপি বাজারে মাইক রেডি করে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বিজয় মিছিল শুরু হয়ে যাবে তাই সবাই তাড়াতাড়ি আসুন তাদের এই বিজয় মিছিল কে আমরা বানচাল করতে হবে আজকে না আসলে শক্তিশালী হয়ে যাবে তাই হুমকি দিয়ে যেভাবেই হোক আজকের এই বিজয় মিছিল কে স্তব্ধ করতে হবে।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, SUNDAY, 12th March, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, রবিবার, ১২ মার্চ, ২০২৩ ইং, ২৭শে ফাল্গুন, ১৪২৯ বাং

গৃহবন্দী সুদীপ

প্রথম পাতার পর

সাথে। তার এলাকাতে অনেক কর্মী সমর্থক আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের বাড়িতে একবারের জন্যও যান নি সুদীপ বাবু। যদিও কর্মীরা যখন আক্রান্ত হচ্ছেন তখন তিনি রাজ্য ছেড়ে দিল্লী গিয়ে বসেছিলেন। দিল্লী গিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের তিনি রাজনীতি ছাড়ার কথা জানিয়েও দিয়েছেন। গতকালই আগরতলায় এসেছেন সুদীপ বাবু। যদিও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের কাছে তিনি সুইচ অফ বাবা বলেই বেশী পরিচিত। একের পর এক নিজের ভুল রাজনীতি করতে গিয়ে নিজে ডুবতে বসেছেন। দলীয় কর্মীদেরও তিনি অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলে রেখেছেন। প্রত্যেক বার নির্বাচন আসলে আইওয়া পড়তাই শ্লোগান দিয়ে তার লক্ষ্যীর ভান্ডার ফুলে হেঁপেে উঠলেও দলীয় কর্মী সমর্থকরা একদিকে মার খাচ্ছেন অন্যদিকে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। সুদীপ বাবুর রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণায় কংগ্রেসের নীচু তারার মধ্যে রীতিমত খুশির হাওয়া বিরাজ করছে। কারণ সিপিএমের সাথে সুদীপ বাবুর ইচ্ছাতে কংগ্রেসের জোটকে মেনে নিতে পারেনি কোন কংগ্রেস কর্মীই।

আভাষ দিল

প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী কংগ্রেস পেতে পারে ১১৬ থেকে ১২২টি আসন। ২২৪ আসনবিশিষ্ট কনটিকে ম্যাজিক ফিগার ১১৩। অর্থাৎ কোনো দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে গেলে ১১৩টি আসন পাবে। এই সমীক্ষা বলছে কংগ্রেস ১১৬টি আসন পাবে। তারা পেতে পারে ১২২টি আসনও। কংগ্রেস গতবার পেয়েছিল ৮০টি আসন। এবার তার দেড়গুণ আসন লাভ করতে পারে সমীক্ষায় প্রকাশ। বিজেপি এবার পেতে পারে ৭৭ থেকে ৮৩টি আসন। তারা এবার ম্যাজিক ফিগার থেকে অনেকটাই পিছনে রয়ে যাবে বলে আভাস সমীক্ষায়। গতবার তারা ম্যাজিক ফিগার না পেলেও একশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তারা ১০০-র গণ্ডি টপকতে পারেনো না বলেই মনে করছে লোক পোলের সমীক্ষা। থেমে যাবে আশির ঘরেই। এই সমীক্ষা অনুযায়ী জেডিএস পেতে পারে ২১ থেকে ২৭টি আসন। গতবার তারা পেয়েছিল ৩৭টি আসন। এবার গতবারের থেকেও খারাপ ফল করবে জেডিএস। অন্তত ১০টি আসন কম পেতে পারে তারা। আরও কম হতে পারে তাদের আসন সংখ্যা। গতবার জেটি সরকার গড়তে জেডিএসকে মুখাম্মদী পদ উপহার দিয়েছিল কংগ্রেস। অন্যান্যরা এবার পেতে পারে ১ থেকে চারটি আসন।

সমীক্ষা অনুযায়ী কংগ্রেস পেতে পারে ৩৯ থেকে ৪২ শতাংশ ভোট। আর বিজেপি পেতে পারে ৩৩ থেকে ৩৬ শতাংশ ভোট। জেডিএস ভোট পেতে পারে ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ। অন্যান্যদের বুলিতে যেতে পারে ৬ থেকে ৯ শতাংশ ভোট। একইসঙ্গে প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষায় কোন অঞ্চলে কোন দল কত আসন পাবে, তাও জানিয়েছে লোক পোল। ২ মাস ধরে এই সমীক্ষা চালিয়েছেন লোক পোল। কনটিকের ২২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে মোট ৪৫ হাজার স্যাম্পেল সংগ্রহ করেছে তারা। তারা ভিত্তিতেই এই মেগা প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা রিপোর্ট তারা প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে একবারের নির্বাচনের পাল্লা ভারী কংগ্রেসেরই।

বিশালগড় প্রেস ক্লাবের

প্রথম পাতার পর

তিন ঘণ্টা পর আবার বাড়িতে এনে দিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পরদিন বিশালগড় ছুটে যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের এক প্রতিনিধি দল। আগরতলা এবং বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সদস্যরা সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে ওসি দেবানন্দ রিয়াং এর শাস্তির দাবি জানান। কিন্তু নয় দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোন হেলনোল নেই জেলা পুলিশ কর্তৃ পক্ষের। তাই আজ শনিবার বিশালগড় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করে পরবর্তী কর্মসূচি স্থির করা হয়। আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে ওসি দেবানন্দ রিয়াং কে বরখাস্ত করা না হলে আন্দোলন তীব্রতর করে বে সাংবাদিকরা। আগামী সোমবার জেলা পুলিশ সুপারের অফিস প্রাঙ্গণে গণধর্নায়া বসবে সাংবাদিকরা।

মন জয়

প্রথম পাতার পর

সরকারের পুণরায় প্রতিষ্ঠায় জনমনে আনন্দ-উল্লাস সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেছেন।

নয়া কৌশল

প্রথম পাতার পর

রয়েছে। শনিবার (১১ মার্চ) বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তথ্য অনুযায়ী, ১৬০টি আসনের সমকটি জয়ের লক্ষ্যে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দলটি গত বছরের ডিসেম্বর থেকে মিশন ১৬০-তে কাজ শুরু করেছিল। এসব আসনে গণভতিতি বাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সাংসদের ওপর।

লোকসভা স্থানান্তর অভিযানের অধীনে, দলের নেতাদের এই আসনগুলিতে বিশেষ নজর দিতে হবে। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষে, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা লোকসভা মাইগ্রেশন ক্যাম্পেইন ২.০-কে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা নিজেই এই প্রচারের আওতায় এই আসনগুলিতে চলে যাচ্ছেন। এই ১৬০টির মধ্যে সর্বাধিক ২৪টি আসন পশ্চিমবঙ্গের। এখানে দলকে আগের থেকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ বিধানসভা নির্বাচনের পরে বড় মাপের দলত্যাগ হয়েছে। এমনকি বিজেপির অনেক বর্তমান বিধায়কও তৃণমূলে চলে গেছেন। তাই দলটিকে নতুন করে সংগঠন শক্তিশালী করে মাঠে নামতে হবে। তা ছাড়া এবার ইউপিতে ক্রিন সুইপ করার কৌশল নিয়ে কাজ করছে বিজেপি। এর জন্য ইউপিপেতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

হামলার ঘটনায়

প্রথম পাতার পর

আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় দৃকৃতিকারীরা। গুরুবার সন্ধ্যায় বাম এবং কংগ্রেসের সাংসদীয় টিম রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘুরে দেখে। অনুরূপ ভাবে নেহাল চন্দ্রনগর বাজারে ছুটে যান বাম কংগ্রেস দলের সাংসদীয় টিম। সেখানে তাদের উপর এদেশল দৃকৃতিকারী হামলে পড়ে পুলিশের সামনে। এই ঘটনায় শনিবার ভোরবেলা বিশালগড় থানার পুলিশ ৩ দৃকৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করে। তারা হল নকুল সুব্রধর , স্বপন দাস , নিতাই দাস। এদিন তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

দ্বারস্থ বামগ্রেস

প্রথম পাতার পর

উপর চাপ তৈরি করার সম্ভাব্য চেষ্টা করা হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের রাজসভার সাংসদ এলামরন করিম বলেন, ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল বিজেপি নীতিগতভাবে পরাজিত হয়েছে। কারণ, ভোট বিভাজন তাঁদের জয়ী হতে সহায়তা করেছে। তাই এখন শাসক দলের সমর্থিত দৃকৃতকারীরা বিরোধীদের উপর লাগাতর সন্ত্রাস করছে। এদিকে, কংগ্রেসের রাজ্য সভার সাংসদ রঞ্জিত রঞ্জনের সাফ কথা, ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমরা এবং হস্তক্ষেপ চাইব। এদিন প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক বীরজিং সিনহা ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন রাখেন, রাজ্যকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবেন না। সিপিএম রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখেন, রাজ্যকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবেন না। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, পুলিশ বিজেপি আশ্রিত দৃকৃতীত্বের আটক করছে ঠিকই। কিন্তু, কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে, কিছু মানুষ এতটাই ভয়ে রয়েছেন, তারা সন্ত্রাসের শিকার হয়েই পুলিশের কাছে যেতে সাহস পাচ্ছেন না।

দল মনে করে, ওই ঘটনার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। ত্রিপুরা এবং বিজেপিকে জাতীয় স্তরে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে জনবিচ্ছিন্ন কায়েমি স্বার্থান্বেষী বাম-গ্রেস নেতারা পরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেছেন, জোর গলায় দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, বাম-কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মনিক সাহা দিল্লি থেকে ফোনে পুলিশ মহানির্দেশকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছেন। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে মোতাবেক পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণ প্রশাসনিক অধিকারিকদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন, নবেন্দু জানিয়েছেন। নবেন্দুর দাবি, বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে, বাম-গ্রেসের সাংসদ ও বিধায়করা সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাওয়ার আগে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগও করেননি। ফলে, আচমকা এই সফরের পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না তা খস্প্ত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, পুলিশের কাছে আগমা বার্তা না থাকা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে নিরাপত্তারক্ষীরা

ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি সেখানে গিয়ে স্থানীয় জনগণকে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের কথা বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।এরই প্রতিবাদ হয়েছে সেখানে। কিন্তু কোথাও কোনও হামলা বা আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। সাথে তিনি যোগ করেন, উপস্থিত সুরক্ষা কর্মীরাও যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন এবং প্রতিনিধি দলটিকে ওই এলাকা থেকে নিয়ে আসেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা যায় না। সেখানেও মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়েই বাম-গ্রেস নেতাদের অপকৌশলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন মাত্র। অসত্য অভিযোগ জনগণ মেনে নেননি এবং এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন। তা বাম-গ্রেস নেতাদের সখ হারনি, কটাক্ষ করেন তিনি। নবেন্দুর কথায়, ত্রিপুরায় নির্বাচন প্রকিয়মা চলাকালীন বাম-গ্রেস নেতৃবৃন্দ বহুবার পরোচানামূলক বক্তব্য পেশ করেছেন। ক্ষমতায় এলে বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রাণনাশের হুমকি পশ্চৎ বহুবার দিয়েছেন তাঁরা। ভোটগ্রহণের অব্যবহিত পর থেকে ওই সব জনবিচ্ছিন্ন নেতাদের ইঙ্গিতে বহু অনাড়ম্রত ঘটনাও ঘটেছে। তবুও বিজেপি প্রদেশ নেতৃত্বের নির্দেশিকা মেনেদলীয় কার্যকর্তারা সংযম পালন করে চলেছেন, কোনও পরোচানার ফাঁদে পা দেননি, বলেন তিনি।

রাজ্যগুলিকে নির্দেশিকা কেন্দ্রের

প্রথম পাতার পর

পুনরায় কোভিডের প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সচিব রাশেপ ভূষণের কথায়, “গত কয়েক মাসে কোভিড -১৯ সংক্রমণ ‘যথেষ্টভাবে হ্রাস পেয়েছে’, কিন্তু, কিছু রাজ্যে কোভিড -১৯ পরীক্ষায় পজিটিভি হারের বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উদ্বেগজনক।” তাই দলটিকে নতুন করে সংগঠন শক্তিশালী করে মাঠে নামতে হবে। তা ছাড়া এবার ইউপিতে ক্রিন সুইপ করার কৌশল নিয়ে কাজ করছে বিজেপি। এর জন্য ইউপিপেতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

বর্তমানে কোভিড সংক্রমণ তীব্রতর না হলেও এবং স্বল্প এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে বয়স্কদের জ্বর এবং কাশির সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিশেষত, স্থূলতা, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার রোগ, লিভারের

অসুখের মতো বিশেষ অসুখ থাকলে এবং গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এরকম সংক্রমণ ঘটলে অবস্থা গুরতর হতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাশেপ ভূষণ। দলতি বছরের গোড়া থেকে অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণের হারের পরিসংখ্যান দিয়ে তিহি বলেন, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা অনুযায়ী ১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে এখনও পর্যন্ত শ্বাসযন্ত্রের নমুনার যত পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে ২৫.৪ শতাংশের নমুনায় অ্যাডিনোভাইরাস মিলেছে।” তাই অ্যাডিনোভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতা অবলম্বনে উপর্যে জোর দিয়েছেন রাশেপ ভূষণ।

অ্যাডিনোভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব জানান, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হাঁচি-কাশির সময় অসুখের মতো বিশেষ অসুখ থাকলে এবং গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এরকম সংক্রমণ ঘটলে অবস্থা গুরতর হতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাশেপ ভূষণ। অ্যাডিনোভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব জানান, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হাঁচি-কাশির সময়

তাঁর দাবি, ২০১৮ সালে নির্বাচনের পর এই দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচন, যেখানে কোনও শাসক দলের প্ররোচনায় নির্বাচনোত্তর কোনও সন্ত্রাস সংগঠিত হয়নি। এমন-কি কোনও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেনি। অথচ অতীতে যে কোনও নির্বাচনের আগে এবং পরে বাম সন্ত্রাস ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ত্রিপুরাকে সেই অপসংস্কৃতি থেকে উত্তরণের চেষ্টা চলছে। যদিও বিরোধীদের অপচেষ্টা বহাল রয়েছে, বিক্রপের সূরে বলেন তিনি।

নবেন্দুর মতে, বিরোধী দলের নেতারা হয়তো নির্বাচনী ফলাফল থেকে এখনও কোনও শিক্ষা নেননি। সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে অসত্য অভিযোগ তুলে ত্রিপুরাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা থেকে দূরে থাকা উচিত তাঁদের। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জনগণ রায় দিয়েছেন। জনগণের রায় মাথা পেতে নেওয়া উচিত।

তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরাকে বদনাম করার মাধ্যমে জনগণের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব করলে রাজ্যবাসী কাউকে ক্ষমা করবেন না। অসত্য তথ্য পরিবেশন এবং ত্রিপুরাবাসীর মানহানির এই অপচেষ্টার বিরূপে তীব্র নিন্দা করছে। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের চক্রান্ত রূপতে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের পাশাপাশি জনগণেরও বড় ভূমিকা রয়েছে বলে বিজেপি মনে করে, বলেন নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

সতর্কতা মেনে চলা জরুরি। বারবার হাত ধুতে হবে। হাঁচি-কাশির সময় রুমাল দিয়ে নাক-মুখ ঢাকতে হবে। সর্বেপরি, শ্বাসকষ্ট সহ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রমণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং নিজেকে আইসোলেশনে রাখতে হবে। অন্যদিকে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অ্যাডিনোভাইরাস মোকাবিলায় সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে গুণ্ধ, চিকিতা সরঞ্জাম, চিকিতা অস্ত্রোস্ত্র ইত্যাদি সহ হাসপাতালের প্রজ্জতির মজুত রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। অর্থাৎকোভিড-১৯-এর মতো বিশেষ গাইডলাইন দেওয়া, নজরদারি বাড়ানো সহ হাসপাতালে বিভিন্ন চিকিতার বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রীত্ব পেয়েও বন্ধুত্ব হারায়নি গুন্স্কাচরণ.....!

আজকের রাশিফল

১, মেঘ রাশিফল

অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সম্বটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহুর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। খুব হোট কোন সমস্যা নিয়ে আপনার প্রেমিকার সাথে সম্পর্ক আন্তরিকতাহীন হয়ে উঠতে পারে। যদি আপনি কেনাকাটা করতে যান তাহলে বেশি অপব্যায়ী হওয়া এড়িয়ে যান। আজকের দিনটি ভালো যাক আপনি যদি চান, যদি আপনার স্ত্রীর মেজাজ খারাপ থাকে শুধু কোনও শব্দ উচ্চারণ করবেন না। পরিবারের সাথে কেনাকাটা এই উইকএন্ডে কার্ডগুলিতে মনে হচ্ছে তবে আপনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় করতে পারেন।

প্রতিকার :- চাঁদ সম্পর্কিত বস্তু সাদা রঙের বস্ত্র, মুক্ত, মিষ্টি ইত্যাদি উপহার দিলে প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রেম সম্পর্ক সরল থাকবে।

২, বৃষভ রাশিফল

এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। এটি ভালভাবে বোঝা উচিত যে শোকের মুহুর্তে, আপনার জন্মে থাকা সম্পদ কেবল আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে সম্পদ শুরু করুন এবং অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে চলুন। আপনার পরিবারের সাথে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যেককে এক হালকা এবং অনুপ্রদায়ক মেজাজে রাখবে। যদি আজকে আপনি কোন ভেটো যান তাহলে বিতর্কমূলক আলোচনা উপাধান করা এড়িয়ে চলুন। যদি কোন ক্ষেত্রে আপনি কোন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তাহলে রক্ষণ বিবৃতি না করার জন্য সতর্ক থাকুন। আপনার স্ত্রী আপনার সাথে লড়াই করতে পারেন, কারণ আজ আপনি তার সাথে কিছু শেয়ার করতে ভুলে যেতে পারেন। আজ দিনের শুরুতে, আপনি কিছু খারাপ খবর পেতে পারেন, যা আপনার পুরো দিনটিকে নষ্ট করতে পারে। তাই আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। প্রতিকার :- মদ ও মাসে খাওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং মহিলাদের সম্মান করুন, এর ফলে আপনার আর্থিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে।

৩, মিথুন রাশিফল

আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আপনি যার সাথে বাস করেন তিনি আপনার সাম্প্রতিক কাজকে অত্যন্ত অভিত্তি হবেন। ভালোবাসার মানুষটি রোম্যান্টিক মেজাজে থাকবে। আজ মানুষরা প্রশংসাসুচক মন্তব্য করবেন- যা আপনি সর্বদাই শুনতে চেয়েছেন। নারীরা শুরু থেকে এবং পুরুষরা মন্তল থেকে উপভূতি লাভ করে, কিন্তু আজ এমন দিন যেখানে শুরু ও মদল একে অপরের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। অনেক বেশি অতিথির বিনোদন আপনার উইকএন্ডের মেজাজ নষ্ট করে দিতে পারে। তবে উতাহিত নেন, কারণ আপনি সম্ভবত অনেক পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারেন। প্রতিকার :- নদীর বহমান জলে দেবডি (গুড় এবং তিলের বীজ দিয়ে তৈরি মিষ্টি) ভাসান। এটি আপনার একাধী় অনুভূতি থেকে পরিত্রাণ দেবে।

৪, কর্কট রাশিফল

আপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়ারা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। যাদের সাথে আপনি কদাচিৎ সাক্ষাৎ করেন তাদের সাথে যোগাযোগের ভালো দিন। আপনার পুরো প্রিয়জনকে অতীতের ঔদাসীন্যের জন্য ক্ষমা করে আপনার জীবনকে মূল্যবান করে তুলবেন। কোনো খবর না দিয়েই আজকে আপনার কোনো আত্মীয় আপনার বাড়িতে আসতে পারে আর তাই আপ্যায়নে আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় হতে পারে। আজ, আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে আপনার বিবাহের জন্য গৃহীত শপথগুলি সত্যিই ছিল। কারণ আপনার স্ত্রী আপনার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু। আজ, আপনি ছোটদের জীবনে জন্মের মূল্য সম্পর্কে আপনার জ্ঞান সরবরাহ করতে পারেন।প্রতিকার :- কোনো বিধবার প্রতি সহানুভূতিশীল হলে বা তাকে সাহায্য করলে তা আপনার স্বাস্থ্যের ওপর সুপ্রভাব দেখাবে।

৫, সিংহ রাশিফল

কোন শারীরিক যন্ত্রণায় ভোগা আজ প্রবলভাবে সম্ভাব্য। কোন শারীরিক বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার শরীরের উপর আরো চাপ দেবে। যথেষ্ট আরাম করার কথা মনে রাখবেন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আত্মীয়/বন্ধুরা এক চমৎকার সন্মার্যর জন্য চলে আসতে পারে। সতর্ক থাকুন, আপনার প্রেমের সঙ্গী আপনাকে তোষামোদ করতে পারে-আমাকে এই নিঃ সঙ্গ পৃথিবীতে একা ছেড়ে যেও না বলতে পারে। জীবনে চলতে থাকা আশান্তির মাঝে আজ আপনি নিজের জন্য পর্যাপ্ত সময় পারেন এবং আপনি আপনার পছন্দসই কাজ করতে সক্ষম হবেন। আপনার সঙ্গী আজকেইে ক্লিষ্ট কিছু করতে পারে যা সত্যিই অবিশ্বরণীয় হবে। আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সাথে রাখার সাথে সাথে আপনি কোনও জায়গায় যেতে পারেন। যদিও, আপনি প্রথমে কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হতে পারেন, তবে আপনি পরে অভিজ্ঞতাটি উপভোগ করতে পারেন। প্রতিকার :- পবিত্র বা ধর্মীয় স্থলে পতাকা বা ব্যানার দান করলে তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য লাভ দায়াক হবে।

৬, কন্যা রাশিফল

আপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল হতে পারে। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। তবে, আপনার সহায়তা আপনার আর্থিক অবস্থার দুর্বল করতে পারে। একটি আনন্দময় এবং চমৎকার সন্মার্যর জন্য ঘরে অতিথিরা ভিড় করবেন। আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে- কারণ আপনার প্রিয়জন আপনাকে অপরিস্রম সুখ দেবে। আপনার জোর এবং আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলির পুনর্মূল্যায়নের সময়। আপনি আপনার স্ত্রীর থেকে বিশেষ মনোযোগ পেতে পারেন বলে মনে হচ্ছে। দৌড়াতে স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার পক্ষে খুব ভাল প্রমাণ হতে পারে। এটি সম্পর্কে দুর্দান্ত জিনিসটি - এটি নিখরচায় এবং তবুও সর্বোত্তম অনুশীলন।

প্রতিকার :- সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য আপনি মদ ও অন্যান্য আমিশ খাবার থেকে বিরত থাকুন।

৭, তুলা রাশিফল

মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিব্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন তাদের উপহার দেওয়া এবং তাদের থেকে উপহার নেওয়ার পক্ষে শুভ দিন। আজ, আপনি জানতে পারবেন যে আপনার ভালবাসার সঙ্গীই একমাত্র জন যিনি অনন্তকাল পর্যন্ত আপনাকে ভালবাসবে। আজ সেরকমই একটি দিন যখন বিষয়গুলি আপনার ইচ্ছামাফিক চলে না। আজ আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সত্যিই একটি চমৎকার সন্ধ্যা কাটাবেন। উন্নত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে কখনই দেরি হয় না। আপনি নিজের এবং আপনার পরিবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে এই দিনটিকে কাজে লাগাতে পারেন। প্রতিকার :- হুমুান চালিশা পাঠ করলে স্বাস্থ্যের জন্য ফলসুস্থ হবে।

৮, বৃশ্চিক রাশিফল

আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাছ থেকে আর্থিক পরিচালনা এবং স্বচ্ছ সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন এবং সেগুলি আপনার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারেন। শিশুর অসুস্থতা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আপনার অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সঠিক উপক্ষে গ্রহণ করুন যেহেতু আপনার তরফে সামান্য অবহেলাও সমস্যাটিকে আরো খারাপ করতে পারে। আবার প্রেমে পড়ার সুযোগ প্রবল কিন্তু ব্যক্তিগত আর গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না। আপনার ব্যক্তিগত এমন যে আপনি বেশি লোকের সাথে বিতর্কে যুক্ত করেন আর তারপর নিজের জন্য সময় ব্যয় করার চেষ্টা করতে লাগেন এই অর্থে আজ আপনার জন্যে একটি দুর্দশ দিন হতে চলছে।আজ আপনি নিজের জন্য বহু যথেষ্ট সময় পাবেন। দিনটি সত্যিই রোমান্টিক। চমৎকার খাদ্য, সুবাস, সুখের সঙ্গে আপনি আপনার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক সময় ব্যয় করবেন। আপনার মনে শান্তি বজায় থাকবে সেই কারণে আপনি ঘরের পরিবেশও সুন্দর করে বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।প্রতিকার :- পারিবারিক সুখ বাড়াতে মদ খাবেন না। কারন সূর্য সাত্বিক গ্রহ এবং তামসিক বস্তুর প্রতি বিরূপ হন।

৯, ধনু রাশিফল

আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্ব্যয়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। যখন আপনি একাধী় বোধ করছেন তখন আপনার পরিবারের সহায়তা নিন। এটি আপনাকে হতাশা থেকে বাঁচাবে।এটি আপনাকে যুগ্মিা সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করবে। সোমবারে আলো ভালোবাসার মানুষটির সাথে খাবার ভাগ করে নেওয়া। রাত্রে আশ্রয় থেকে ঘরা আপনার সময় আজকে আপনার সাবধান মে গাড়ি চালানো দরকার,নাহলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আর বেশ কিছু দিনের জন্য আপনি অসুস্থ হতে পারেন। আপনার স্ত্রী আপনার সম্পর্কে সমস্ত সুন্দর প্রশংসা করবেন এবং আপনি ভালার তার প্রেমে পড়তে পারেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের আজ বাড়ির মধ্যে আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন হতে পারে। অতএব, তাদের জন্য চেষ্টা করুন এবং সময় নিন।

প্রতিকার :- মনের শান্তি বজায় রাখার জন্য সাথে সাদা চন্দন রাখুন।

১০, মকর রাশিফল

আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহুর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ পথহেলা করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। আজ আপনার সমানে উপস্থাপিত বিনিয়োগ ক্ষিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত। গৃহ প্রবেশের পক্ষে শুভ দিন। যদি আপনি কিছু ভালবাসা ভাগ করেন তাহলে আপনার প্রণয়ী আপনার জন্য আজ একটি দেবদুত পঠিত হবে। আপনার ভাল এবং আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলির পুনর্মূল্যায়নের সময়। যখন আপনার সঙ্গী সত্যিই অসাধারণ হয় তখন জীবন সত্যিই সম্মোহিত হয়ে যায় এবং আপনি আজ তা অনুভব করবেন। লোকেরা প্রথমে আসা করার ব্যয় করে অর্থ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং পরে অর্থ ব্যয়ে তাদের সুস্থতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে। স্বাস্থ্য হল আসল সম্পদ, তাই অলসতা থেকে মুক্তি পান এবং সক্রিয় জীবন যাপন করুন।প্রতিকার :- খাওয়ার খাবার আগে নিজের পা ধুয়ে নিন, তা সম্ভব না হলে খাবার আগে জুতো খুলে বসুন, এর ফলে আর্থিক সমৃদ্ধি হবে।

১১, কৃত্ত রাশিফল

এক পরিতুষ্ট জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। ডাকে আসা কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। কামেবে আপনাকে আপনার জীবনে প্রেমের বরনা বওয়াতে অগ্রদ্বারন করবে। আপনার যা দরকার তা চারপাশে কি ঘটছে সেই থেকে সচেতন হতে হবে। কর এবং বিমা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে কিছু নতুন দেওয়া প্রয়োজন হবে। প্রেম, চুম্বন, আলিসন, এবং মজা, আজ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে রোমান্স করার দিন। আপনি অনেক কিছু করতে চান, তবে আপনি আজ গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কিছু পিছিয়ে রাখতে পারেন। দিন শেষ হওয়ার আগে কিছু নষ্টক্ষে নিন, বা আপনার মনে হতে পারে আপনি পুরো দিনটি নষ্ট করেছেন।প্রতিকার :- কোনো দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করুন, এদের খাবার দান করুন, এর ফলে আপনার জীবনে ভালো প্রভাব পরবে।

১২, মীন রাশিফল

আজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হিটার জন্য যেতে পারেন। আজ, এই সাইনটির কিছু বেকার নেটিভ চাকরী পেতে পারে, যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। আপনার পক্ষে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টের হবে- কিন্তু আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের জ্বালাতন করবেন না বা আপনি তাদের ছেড়ে চলে যাবেন না। কারণের জন্য বিয়ের ঘণ্টা বাজতে পারে যখন তারা আপনার প্রেমে তাদের উদ্দীপনা উঠে রাখতে দেখবেন। এমন একটি দিন যেখানে কখনো এবং মদ ঘটনা ঘটবে- আপনাকে পরিশ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত করে ছাড়বে। আপনার পিতামাতা আপনার স্ত্রীকে আশীর্বাদ করতে পারে যা আজ সত্যিই বিশ্বাসকর কিছু হবে, এবং যা শেষ পর্যন্ত আপনার বিবাহিত জীবনকে উভত করবে। আপনি তাইই নিয়ে গিয়ে আপনার পরিবার / বন্ধুদের সাথে একটি বিবাহাত রেজেন্ডারিয় মধ্যাহ্নভোজ বা মধ্যাহ্নভোজ নিতে পারেন। যদিও এটি কিছুটা ব্যয়বহুল হতে পারে। প্রতিকার :- গাছের ডিন এ রঙিন পাথর ও মার্বেল রেখেছিল ও সেই টব বাড়ির কোনো কোনায় রেখে দিলে পারিবারিক সুখ শান্তি বজায় থাকবে।



সংবাদের ককটেল

পানিপথের ঐতিহাসিক ভূমিতে আয়োজিত
সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক

নাগপুর, ১১ মার্চ (হি.স.) : হরিয়ানার পানিপথের ঐতিহাসিক ভূমিতে এবার আয়োজিত হচ্ছে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। ১৪০০-র বেশি প্রতিনিধি সঙ্ঘের শতবর্ষ কাজের পরিকল্পনা করবেন। ১২ মার্চ সকাল থেকে ১৪ মার্চ বিকাল পর্যন্ত সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আশ্বেকর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা হল সঙ্ঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। এই বৈঠকে বিগত বছরের কাজগুলি পর্যালোচনা করা হয় এবং আগামী বছরে সঙ্ঘ কাজের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই বছর, তিন দিনের প্রতিনিধি সভা পানিপথ জেলার সমলখায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সারা দেশ থেকে সঙ্ঘের ১৪০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ নেবেন। এতে

সর্বভারতীয় ৩৪টি সংগঠন থেকে প্রতিনিধি অংশ নেবেন। আগামী ১৪ মার্চ প্রতিনিধি সভা বৈঠক শেষ দিন, সরকার্যাবাহ শ্রী দত্তাশ্রয় হোসাবোলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর বৈঠকে আলোচিত বিষয়ে তথ্য দেবেন। সুনীল আশ্বেকর বলেছেন, ১২ মার্চ সকালে প্রতিনিধি সভার উদ্বোধন হবে। সরসজ্জাচালক মোহন রাও ভাগবত, সরকার্যাবাহ দত্তাশ্রয় হোসাবোলে, সমস্ত সহ-সরকার্যাবাহ, সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী, সমস্ত ক্ষেত্র ও প্রান্তের সঙ্ঘাচালক এবং কার্যকর্তারা এবং আনুষঙ্গিক সংগঠনের পদাধিকারীগণ উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি হতে চলেছে। প্রতিনিধি সভায় সংগঠনের শতবর্ষ কাজের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ২০২২-২৩-র পর্যায়োচনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ২০২৩-২৪-র জন্য একটি কার্য পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। আগামী বছরের পর্যায়োচনার

পাশাপাশি, ২০২৫ সালের মধ্যে সঙ্ঘের সাথে নতুন ব্যক্তিদের যোগদান, ২০২৩-২৪ বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন, সঙ্ঘের শাখা সঙ্ঘের মেরদণ্ড এবং শাখা সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্র। স্বয়ংসেবকরা সামাজিক অবস্থা অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে বিষয় নির্বাচন করে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। সমাজকে স্বাবলম্বী করতে, সেবাশ্রম কাজের সম্প্রসারণ, সমাজে সামাজিক সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষা, অমৃতকালের অধীনে দেশে কী কী কাজ করা উচিত, এই সমস্ত বিষয় সমাজে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। শ্রী আশ্বেকর আরও বলেন, ২০২৪ সালে মহর্ষি দয়ানন্দের জন্মের ২০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে এবং ভগবান মহাবীরের ২৫৫০ তম নির্বাণ বর্ষ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিবৃতিও জারি করা হবে।

নওদায় বোমা বিস্ফোরণে
মৃতের সংখ্যা বেড়ে দুই

মুর্শিদাবাদ, ১১ মার্চ (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের নওদার মধুপুর এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও এক জনের মৃত্যু হল। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে আহত কাবিজুল শেখের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এই বোমা বিস্ফোরণের কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল মেজবুল শেখ নামে এক ব্যক্তির। স্থানীয়দের দাবি, বৃহস্পতিবার রাতে মধুপুরে এক ব্যক্তির বাড়ির কাছে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকা বিস্ফোরণে বিস্ফোরিত হয় বোমা। সেই বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয় মেজবুলের। এই ঘটনায় মিরজুল শেখ (৫০) এবং কাবিজুল শেখ (৫২) নামে আরও দুজন গুরুতর জখম হন। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল কাবিজুল ও মিরজুলের। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে হাসপাতালে মারা যান কাবিজুল। মৃত কাবিজুল শেখ নওদা থানার মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত কাবিজুলের বিরুদ্ধে নওদা ছাড়াও মুর্শিদাবাদের একাধিক থানাতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এলাকাতে অস্ত্র কারবারি হিসেবে পরিচিত ছিল কাবিজুল।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে
আবার গঙ্গায় ঝাঁপ
যুবকের; তদন্তে পুলিশ

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.) : দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যুবক। শনিবার সকালে বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন ২৫ বছরের এক যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ বিদ্যাসাগর সেতুতে বহিকে করে যাচ্ছিলেন মহম্মদ আরিফ আনসারি নামে এক যুবক। সেতুতে ওঠার পর বহিকে ধামান তিনি। তার পরই সেতুর ধারে গিয়ে রেলিং ধরে কিছু ক্ষণ ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন। যুবককে এই অবস্থায় দেখে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হেস্টিংস থানার পুলিশ। ওই যুবককে বোঝানোর চেষ্টা চালায় পুলিশ, কিন্তু সে কোনও কথা গোনে। পুলিশের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই আচমকা সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন ওই যুবক। তাঁর খোঁজে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের বাড়ি কলকাতার কীকুড়গাছি এলাকা। পারিবারিক অশান্তির কারণেই ওই যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে মনে করছে পুলিশ।

রবিবার হায়দরাবাদে হবে
সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার, ১২ মার্চ হায়দরাবাদের ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি অ্যাকাডেমিতে “শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী”-সিআইএসএফ-এর ৫৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করবেন। শনিবার রাতেই তাঁর হায়দরাবাদ পৌঁছানোর কথা। এই প্রথম, সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস দিল্লির বাইরে কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে সিআইএসএফ দেশের ৭০টি নিম্নান বন্দর, বন্দর, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং ১১টি খ্যাতিমান দেশের প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে। সিআইএসএফ-এর ইতিহাসে এই প্রথমবার দিল্লির বাইরে রাইজিং ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

NOTICE FOR e-TENDER (3rd call) UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2023-2024
e-Tender is hereby invited on behalf of the Animal Resources Development Department, Government of Tripura from the Registered/Recognized Out Sourcing Agency/Non-Government Organization for providing Security guard (10 nos) to the College of Veterinary Sciences & A.H., R. K. Nagar, West Tripura. The details of e-Tender and along with Documents are made available in the website (http://tripuratenders.gov.in, e-procures.gov.in and www.ardd.tripura.gov.in).
The last date for submission of the Tender by online is on 30-03-2023 at 4 PM.
All future Modification/Corrigendum shall be made available in the e-Procurement portal, so Bidders are requested to get update themselves from the e-Procurement web portal only.

Director
ICA-C-4403/23
Animal Resources Development

PNlet No: 86/EE/CCD/PWD/2022-23, Dated, 09/03/2023
The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Kunjaban, Agartala, West Tripura hereby invites e-Tender on behalf of the 'Governor of Tripura' from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti (OMNI / EECO) run by the fuel (CNG) of model not older than 2018, up to 3.00 P.M. on 22-03-2023 for the following work, "Maintenance of Govt. residential building under the jurisdiction of Central-I Sub-division, PWD(R&B), Kunjaban, for the year 2023-24/Hiring of Vehicle 1(one) Maruti (OMNI/EECO) Van not before manufacturing year 2018, in good working condition, by the fuel (CNG) with commercial registration of the vehicle along with 1(One) driver for the use of Assistant Engineer, Central-I Sub-Division, PWD(R&B), Kunjaban, Agartala during the year 2023-24." For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
PNlet No: 79/DNIT/EE/CCD/PWD/2022-23
Estimated Cost : Rs.2,40,000.00, Earnest Money : Rs.4,800.00 and Time for completion : 310 (three hundred ten) days
Last date & time for online Bidding : 24/03/2023 upto 3:00 PM
(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (Buildings)
ICA-C-4400/23
Agartala, Tripura (W)

প্রধানমন্ত্রীর আগমনের অপেক্ষায় কর্ণাটক
উৎসর্গ করবেন একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনের অপেক্ষায় কর্ণাটকের জনগণ। ১২ মার্চ, রবিবার কর্ণাটক সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন কর্ণাটকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী

মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ মার্চ কর্ণাটক সফর করবেন। সেখানে এক গুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, কর্ণাটকে প্রায় ১৬ হাজার কোটি

টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। ১২ মার্চ কর্ণাটক সফর কালে বেঙ্গালুরু-মাইসুরু এক্সপ্রেসে এবং আইআইটি থারওয়াদ দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন বন্ধ
থাকায় সমস্যায় যাত্রীরা

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.) : প্রতিদিন বহু যাত্রীরা ট্রেনের উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু যাত্রীদের খারাপ খবর দিয়ে শিয়ালদহে বাতিল একাধিক ট্রেন। শনিবার একাধিক ট্রেন বাতিল থাকায় সমস্যায় যাত্রীরা। এই মুহুর্তে তৃতীয় লাইনে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য নন ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলছে। ফলে বাতিল রয়েছে একাধিক ট্রেন। শুক্রবার থেকে

আগামী বুধবার পর্যন্ত শিয়ালদা ডিভিশনে বাতিল বহু লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। শনিবার একাধিক অফিস খোলা থাকায় চরম সমস্যায় যাত্রীরা। লম্বা সময় পর মিলছে একটি একটি ট্রেন। সেই পরিমাণ ভিড় হওয়ায় চরম সমস্যায় যাত্রীরা। জানা গিয়েছে রেললাইনে কাজের জন্য শুক্রবার ২১টি আপ ২১ টি ডাউন লোকাল ট্রেন থাকায়। পাশাপাশি এদিন বাতিল হয়েছে

৪টি দূরপাল্লার থাকায়। ৬টি দূরপাল্লা ট্রেনের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। এদিন ৬টি কল্যাণী সীমান্ত লোকাল, ৬টি নৈহাটি লোকাল, ২ কৃষ্ণনগর লোকাল, ১টি রানাঘাট, কাটোয়া, বর্ধমান লোকাল, ২টি ব্যাঙ্গেল লোকাল থাকায়। বাতিল রয়েছে ডাউন ট্রেনের মধ্যে কল্যাণী সীমান্ত, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, ব্যাঙ্গেল, শান্তিপুর এবং নৈহাটি লোকাল।

আমাদের সমাজে যারা হাতিয়ারের
সাহায্যে নিজস্ব হাতে কিছু তৈরি করেন
তাঁদের মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস : মোদি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.) : আমাদের সমাজে যারা হাতিয়ারের সাহায্যে নিজস্ব হাতে কিছু তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভগবান বিশ্বকর্মা কে চূড়ান্ত ঐশ্বর্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর মূর্তির মধ্যে বিভিন্ন হাতিয়ার ধারণ করতে দেখা যায় তাঁকে। আমাদের সমাজেও যারা হাতিয়ারের সাহায্যে নিজস্ব হাতে কিছু তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে ইতিহাসে সমৃদ্ধ ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার “প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা দক্ষতা সন্মান” শীর্ষক

বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনারে ভাষণ দেন। ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মানের ঘোষণার পর ব্যাপক আলোচনা হয়েছে, সংবাদপত্র এবং অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিছক ঘোষণাই হয়ে উঠেছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা তাঁদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। এটি এমন একটি বিভাগ যা শতাব্দী ধরে ইতিহাসে পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব নৈপুণ্যকে রক্ষা করেছে, একটি বিভাগ যা অসাধারণ দক্ষতা এবং

অন্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছে। তাঁরা হলেন আত্মনির্ভর ভারতের প্রকৃত অর্থের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এমনকি স্বাধীনতার পরেও, কারিগররা কখনই সরকারের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাননি। ফলস্বরূপ, বর্তমানে এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য অন্ধুর কাজ করেন। অনেকে পৈত্রিক পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন। বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের উন্নত করে তুলতে সাজানোর ক্ষমতা তাঁদের ফুরিয়ে যাচ্ছে।

ধর্মঘাটে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক
শিক্ষিকার অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.) : শুক্রবার ডিএইসুতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘাট এবং একাধিক বাম ছাত্র সংগঠনের ছাত্র ধর্মঘাটে বেশ কিছু জেলায় স্কুল কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে। নবান্নের নির্দেশ ছিল, অনুপস্থিতির নাম তালিকা স্কুল শিক্ষক দফতরে পাঠাতে। সেই তালিকায় শনিবার এসে পৌঁছয় রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে। এর পর ওই দফতর গড়হাজিরাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে নবান্নের মতামত চাইল। সূত্রের খবর প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা অনুপস্থিতি ছিলেন গোটা রাজ্যজুড়ে শুক্রবার।

অনুপস্থিত থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকাও ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। জেলাভিত্তিক সেই তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেছে কোচবিহার জেলায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিতি থাকার সংখ্যা সব থেকে বেশি। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিতির হার বেশি। অনুপস্থিতি থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ হবে তা নিয়ে নবান্নের মতামত রাজ্য স্কুল শিক্ষা

দফতর চেয়েছে বলেই এই সূত্রের খবর। কয়েকটি জায়গায় তুলনামূলক কম সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা এসেছেন বলে শুক্রবার সকাল থেকেই অভিযোগ এসে পৌঁছেছিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে। নবান্নের তরফে বিভিন্ন দফতরের বিভাগীয় প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয় বিকেল পাঁচটার মধ্যে কারা কারা অনুপস্থিত রয়েছেন তাদের তালিকা পাঠাতে। স্কুল শিক্ষা দফতর ও অনুপস্থিত থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা তৈরি করতে বলে বিভিন্ন জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকদের।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No.- 30/EE/SNM/PWD/2022-23, Dt: 09/03/2023
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD (R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' item rate offline tender' up to 3.00 P.M. on 23/03/2023 for the following works :
Sl. No. Name of work Estimated Cost Earnest Money Time of Completion
1 DNIT No.96/EE/SNM/PWD/2022-23 Rs.5,74,080.00 Rs.1,14,82,00 365 days
* Last Date & Time for document selling & dropping : 23-03-2023 upto 3.00 PM.
* Date & Time for opening of Tender Box : 23-03-2023 at 3.30 PM.
* Bid Fee of Rs.1,000.00 for each (Non refundable)
* Class of Bidder : Appropriate Class.
(Er. S. Paul)
Executive Engineer,
Sonamura Division, PWD (R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura.

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরেই রহস্য ঘনিভূত হচ্ছে দমদমে উদ্ধার কাজে। এবার দমদমের কল্লালকাডে নয়া মোড়। শনিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা দমদমে। দমদম কাডে কালা জাদুর ঘটনায় সামনে আরও এক নাম। এই ঘটনায় শনিবার সকাল থেকেই অপরাধির প্রতিবাদের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, বনগাঁর বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল চোরা শিকার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এই সঞ্জয় আবার দমদমের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সৌরভ চৌধুরীর ব্যবসায়িক সহযোগী। সৌরভকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনকি সৌরভের স্ত্রী রাখিও এই ঘটনায় তাঁদের সহযোগী। বন্দরদফতর আর পুলিশের হানা দেওয়ার মুহুর্তে অন্য গল্প ফেঁদে আত্মহত্যা করতে যান রাখি বলে

অভিযোগ। তিনি আপাতত হাসপাতালে। তবে গোটা ঘটনায় এই চক্রের মধ্যে বিগত একমাসে কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী দল। তার জন্য ধৃতদের সকলের মোবাইলের কললিস্ট উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। গত এক-দু'বছরের গতিবিধিও প্রয়োজনে বের করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনায় চোরা শিকারের বড়সড় রহস্য সামনে আসবে। সঞ্জয়ের সঙ্গে আরও যোগাযোগ আছে কি না, থাকলে তা কতটা গভীর, তাও খতিয়ে দেখা বলে। তার পরই প্রবোজনমতো সেই ইস্যুতেও এগোনো হবে বলে জানা যাচ্ছে বন্দরদফতর সূত্রে। চোরা শিকারের মতো ঘটনা আন্তর্জাতিক সমস্যা। সেক্ষেত্রে এই ঘটনার শিকড় কতদূর ছড়িয়ে, তদন্তকারী

পাঁচজনের দল তার বিস্তারিত দেখে তবেই এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। দমদমের কল্লালকাডে ও কালা জাদুর ঘটনায় সামনে এল আরও এক নাম ! অভিযোগ, বনগাঁর বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল চোরা শিকার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এই সঞ্জয় আবার দমদমের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সৌরভ চৌধুরীর ব্যবসায়িক সহযোগী। সৌরভকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সৌরভের স্ত্রী রাখিও এই ঘটনায় তাঁদের সহযোগী। বন্দরদফতর আর পুলিশের হানা দেওয়ার মুহুর্তে অন্য গল্প ফেঁদে আত্মহত্যা করতে যান রাখি বলে অভিযোগ। তিনি আপাতত হাসপাতালে। তবে গোটা ঘটনায় এই চক্রের মধ্যে বিগত একমাসে কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী দল।

আদালতের নির্দেশে গ্রুপ সির
৫৭ জনের চাকরি বাতিল

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.) : গ্রুপ সির-৮৪২ জন চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে ৫৭ জনের চাকরি বাতিল করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। নির্দেশমত শনিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি। শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে ওই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই অনুযায়ী এই পদক্ষেপ করা হল। এসএসসির সুপারিশপত্র ছাড়াই ‘গ্রুপ সি’-তে চাকরি করছেন ৫৭ জন। শুক্রবার এই তথ্য পেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ

গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় প্রকাশ করেন। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন এটাও কি শান্তিপ্রসাদ সিনার কাজ? ওই চাকরিরজীবীদের সুপারিশপত্র ঠিক কে দিয়েছেন, তা নিয়ে মন্তব্যের পর শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে ৮৪২ জনের মধ্যে ৫৭ জনের তালিকা প্রকাশ করার কথা বলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আদালতের তথ্য অনুযায়ী, ৮৪২ জনের মধ্যে ৭৮৫ জনের কাছে এসএসসির সুপারিশপত্র এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়োগপত্র আছে। তাই প্রথমে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ওই সুপারিশপত্র

প্রত্যাহার করা এবং পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে নিয়োগপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট। অন্য দিকে, বাকি ৫৭ জনকে এসএসসি সুপারিশপত্রই দেয়নি বলে জানায়। যারা পেন্সিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, যে হেতু এসএসসি সুপারিশপত্র দেয়নি, তাই ওই ৫৭ জনের চাকরি কলকাতা হাই কোর্ট বাতিল করেছে, এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দিক এসএসসি। এর পরেই এসএসসি নির্দেশের ওয়েবসাইটে ওই ৫৭ জনের চাকরি বাতিল নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিল।

নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার ধৃত শান্তনু
দীর্ঘ জেতার পর গ্রেফতার করল ইডি

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতিকান্ডের তদন্তে এ বার হুগলির যুব তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দোপাধ্যায়কে গ্রেফতার

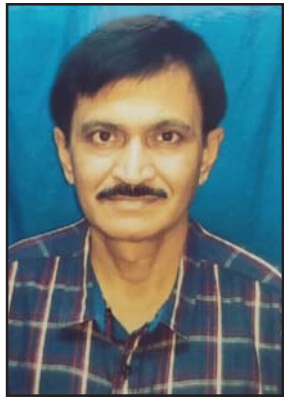
করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার রাত ১১.৪৫ মিনিটে হুগলির তৃণমূল যুবনেতা শান্তনু

বন্দোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি। শুক্রবার বেলায় ইডির তলবে সিজিও কর্মপ্ত্রে হাজির হয়েছিলেন শাসক দলের যুবনেতা তথা হুগলি জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু। দিনভর জেতার পর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, শান্তনুর বাড়ি থেকে ৩০০ জন চাকরিপ্রার্থীর যে তালিকা পাওয়া গিয়েছিল, সেই তালিকায় ৭ জন নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এই সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে ইডি। চাকরিপ্রার্থীদের নাম কী ভাবে শান্তনুর কাছে এল, সে বিষয়ে ওই যুবনেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শুক্রবার বেলা ১১টা ৪০ নাগাদ দল্লোকে সিজিও কর্মপ্ত্রে পৌঁছন শান্তনু। তার পর থেকেই দফায় দফায় তাঁকে জেরা করেন ইডি অধিকারিকরা। নিয়োগ দুর্নীতিতেই ধৃত তৃণমূলের আর এক যুবনেতা কুন্তল ঘোষের ব্যানারে ভিত্তিতেও শান্তনুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিক বার শান্তনুকে ডেকে পাঠিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। এবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রিয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বৃন্দ, আজ “নতুন আলো”র ৪৬তম সংস্করণ প্রকাশিত হল। আগের সংস্করণগুলিতে নিশ্চয় দেখেছি। হয়ত তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি তোমাদের কোন মতামত থাকে তাহলে পত্রিকা অফিসে পাঠাতে পার। ২০০৫ সন থেকে কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায় তোমাদের ভালো ফলাফলের জন্য আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী দিয়ে আসছি। তাই এবারও তোমাদের ভালো ফলাফলের কথা চিন্তা করে আমরা আজ উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি বিষয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর বাকি অংশ দিয়েছি। আশা করছি অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও তোমরা সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী থেকে সহায়তা পাবে। তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে, সম্পাদক, নতুন আলো।

উচ্চমাধ্যমিক ইংরেজি (টি.বি.এস.ই) ২০২৩ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী



দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (শিক্ষক)

After 5th March -

VIII. Write a letter to the editor of an English daily pointing out the present shortage of Blood for patients and the urgent need of organizing Blood Donation Camps to meet the crisis. You are Sebak/Sebika of Pratapgarh, Agartala. Write within 120-150 words.

IX. Write a letter to the Editor of an English newspaper about the harm that is caused to the environment by the use of plastic bag and cup. You are Sujoya Roy of Teliamura.

X. Write a letter to the Editor of an English newspaper expressing your anxiety about the erosion of moral and social values among the people. You are Amlan Dutta of Teliamura, Khowai. Write within 120-150 words.

XI. Write a letter to the Editor “The Tripura Times” highlighting your ideas on the importance of education of women leading to a better status for them. You are Karan/ Karuna of Rajnagar, Udaipur, Tripura. Word limits : 120-150.

XII. Write a letter to the Editor of an English daily expressing your views on the rising problem of eve-teasing.

XIII. Write a letter to the Editor of ‘The Tripura Times’ expressing your views on scarcity of drinking water in your locality.

XIV. Write a letter to the Editor of an English newspaper about the forcible collection of subscription.

3.(D) Report or Article Writing : 5 x 1 No = 5 Nos. Report :

I. Your school celebrated “World Environment Day” on 5th June, 2022. Write a report of the programme for your school magazine. You are Pabitra / Parvin of Anandanmoyee H.S.School, Agartala (120-150 words).

II. Write a report for your school magazine on “Seven Days Special Camp” organized by NSS unit of your school within 120-150 words. You are Sanjeev / Sweety of Modern H.S.School, Agartala.

III. On “Teacher’s Day”, the students of the school organized a grand celebration to honour the teachers of your school. Write a report on the celebration for your school. Write within 120-150 words.

IV. Write a newspaper report about the “Vande Tripura Channel” as the correspondent of an English daily. You are Ratul/Rahima.

V. You are Sujit/ Suchitra of ABC School in Dharmanagar. Your school has taken the responsibility of “Special Coaching for the underprivileged students” of your school. Write a report for your school magazine on this in 120-150 words.

VI. You are Abir/Adriti of ABC School. On the third day of NSS Special Camp you have organized a “Voluntary Blood Donation Camp” at the

school premises. Write a report on this for your school magazine in 120-150 words.

VII. You visited a “Job Fair organized at Agartala” recently. You were impressed to see that nearly 55 companies from various sectors offered jobs to the final year students of colleges. As a reporter of Northeast colors, Agartala prepare a report in 120-150 words. You are Priya/Priyam Reang.

VIII. You are Karik Kalai, Class XII student of Kulubari H.S.School. Write a report on “a Mook Drill Programme on Disaster Management” that took place in the school. (Words : 120-150)

IX. As the correspondent of a local English daily, write a newspaper report on the “Agartala Book Fair”. You are Priti/Sunam. (120-150 words).

X. You are Barun/ Supriya. Write a newspaper report on “a Road Accident” that took place on the Agartala-Bishalgarh Road killing five people. Write within 120-150 words.

XI. As the staff reporter of a local English Daily, Write a report on the celebration of Republic Day/ Independence Day parade held at the Assam Rifles Ground. Write within 120-150 words. You are Dhirman/ Sarita.

Article :

I. Drug abuse is a self-destructive indulgence that can ruin one’s physical and psychological well-being. Write an article in 120-150 words on “Drug abuse among Youths”. You are Gaurav/ Gouri.

II. Write an article on the “Evil of Dowry System”. Write within 120-150 words.

III. Write an article in 120-150 words on the “Importance of Counselling before Board Exams.”

IV. Media has the power to control and manipulate young minds. Write an article on the “Role of Media in Society”. You are Kiran / Kabita Singh.

V. Tripura Carries an untapped potential for, future prospects in tourism. Write an article on how to promote tourism in Tripura. You are Kanika/Kanak Barman.

Section – C

Literature : 40 marks

Extract Based Questions :

4.(A) Flamingo (Poetry) : Read the given extract carefully and answer the questions that follow : 1 x 6 = 6

I. “but after the airport’s Security check, standing a few yards and felt that old familiar ache, my childhood’s fear, but all I said was, see you soon, Amma all I did was smile and smile and smile” [My Mother at Sixty-Six]

Qs. (i) From where has the extract been taken ? (ii) Who is the composer of this poem ? (iii) What does the phrase ‘old familiar ache’ mean ? (iv) What was poet’s childhood fear ? (v) What were the poet’s parting words ? (vi) Why did the poet smile repeatedly ? (vii) Give another word for ‘Amma’. (viii) What has been compared to a late winter’s moon ? (ix) What did the poet do after the security check ? (x) Find words from the extract which mean the same as ‘faded yellowish’.

II. “Those who prepare green wars, Wars with gas, Wars with fire, Victory with no survivors ”

In the shade, doing nothing.” [Keeping Quiet]

Qs. (i) Name the poem from where these lines are taken ? (ii) What are the types of wars mentioned in the extract ? (iii) Who would put on clean clothes ? (iv) What does the phrase ‘Victory with no survivors’ mean ? (v) What does the poet mean by ‘clean clothes’ ? (vi) What would the warmongers do ? (vii) What are green wars ? (viii) How should the lovers of war behave ?

III. “Perhaps the Earth can teach us as when everything seems dead and you keep quiet and I will go”. [Keeping Quiet]

Qs. (i) What can the Earth teach us ? (ii) When does everything seem dead ? (iii) When does it prove to be alive again ? (iv) Whom do the pronouns ‘I’ and ‘you’ refer to here ? (v) What will keeping quiet help us achieve ? (vi) Why does the poet want to count upto twelve ?

IV. A thing of beauty is a joy forever Its loveliness increases, it will never Full of sweet dreams, and health and quiet breathing. [A thing of Beauty]

Qs. (i) From where has the extract been taken ? (ii) Who is the composer of the poem ? (iii) ‘A thing of beauty is a joy forever.’ – Explain. (iv) Whose loneliness will keep on increasing ? (v) Why does not a beautiful thing pass into nothingness ? (vi) What does the poet mean by “A bower quiet for us” ? (vii) What is effect of increase in its loveliness ? (viii) The quietness of true beauty is full of sweet (Fill in the blank) (ix) Loveliness of a beautiful thing never increase (Write True or False) (x) What sort of dreams come from a thing of beauty ?

V. “And such too is the grandeur of the dooms We have imagined for the mighty dead; An endless fountain of immortal drink, Pouring unto us from the heaven’s brink.” [A Thing of Beauty]

Qs. (i) Name the poem and the poet. (ii) Which two things of beauty are mentioned in these lines ? (iii) Why are the ‘lovely tales’ called an endless fountain ? (iv) Where is the fountain situated ? (v) Who are the ‘mighty dead’ referred to here ? (vi) What is “the endless fountain of immortal drink” ? (vii) Why is the ‘grandeur’ associated with the ‘mighty dead’ ? (viii) The great deed of the past are referred to as ‘grand dooms.’ – Write True or False. (ix) The tales of great deals are like a (Fill in the blanks) (x) Name the poetic devices used in the last two lines of the extract.

4.(B) Vistas (Story) – Read the given extract carefully and answer the questions that follow : 1 x 4 = 4

I. Crown Prince Jung Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk Which had been at the court of words until then, came into his hands. (The Tiger King)

(i) Name the story from which the extract is taken ? (ii) Who is the author of the chapter ? (iii) At what age, did prince Jang Jang Bahadur Crown as the king ? (iv) Who brought up the boy ?

II. “All those who are born will one day have to die,

We don’t need your predictions to know that.

There would be some sense in it” [The Tiger King]

(i) Name the story and the author of the extract. (ii) Who is the speaker of the above lines ? (iii) What did the speaker want to know ? (iv) Which of the following is a synonym of the word “utter” ? (a) To speak (b) to explain (c) to let out (d) All of the above.

III. “I thought it was empty an empty house” [On the Face of It]

(i) Who is ‘I’ here ? (ii) Who is the owner of the house ? (iii) Why does ‘I’ enter the house ? (iv) How does ‘I’ feel when he sees the empty house ?

IV. I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the seissors against my neck and heard them grow off one of my many little animals driven by a herder. [The Cutting of My Long Hair]

(i) Name the story from where the extract is taken ? (ii) Who is the author of this chapter ? (iii) When did the speaker lose her spirit ? (iv) How had the speaker been tossed in the air ?

V. “But I’m not I’m not afraid. [Pause]

People are afraid of me.” [On the face of It]

(i) Where do the lines occur ? (ii) Who says this ? (iii) Whom does the speaker say this ? (iv) Why are people afraid of him ?

VI. “The first day in the land of apples freedom, all was useless”. [The cutting of my Long Hair]

(i) How was the first day in the land of apples ? (ii) What was disturbing the peace of the narrator ? (iii) Who was struggling for its lost freedom ? (iv) What did the narrator long for ? (v) From where is the extract taken ?

VII. “But this eating by formula was not I will struggle first ! I answered [The Cutting of My Long Hair]

(i) What, according to the narrator, was not the hardest trial in the first day ? (ii) Why did the narrator think so ? (iii) What was the name of the narrator’s friend ? (iv) Was the narrator ready to give in ? (v) What was the narrator’s idea regarding short shingled hair ?

VIII. Just then, an elder of our street came along from the direction of the bazaar and began to eat the vadais. [We Too are Human Beings]

(i) From where has the extract been taken and who is the author ? (ii) Who came along from the direction of the bazaar ? (iii) Why did the narrator want to shriek with laughter ? (iv) What did the narrator guess was there inside the packet ? (v) Whom did the person offer the package ?

IX. “My elder brother, who was studying at a university, had come he would know our caste too.” [We Too are Human Beings]

(i) Name the story from where the extract is taken. (ii) Who had come for the holidays ? (iii) When did the landlord’s approach the elder brother of the narrator ? (iv) What was the name of the narrator’s elder brother ? (v) What was the intention of the landlord’s men ?

X. “A few days later the Maharaja’s son’s third birthday said the king and took it away with him.” [The Tiger King]

(i) Whose birthday was celebrated after a few days ?

(ii) What did the king choose for his son ? (iii) What was the actual price of the gift ? (iv) What would happen to the shopkeeper if he disclosed the real price of the gift ?

4 (C) (Flamingo – Prose) : Read the given extract carefully and answer the questions that follow : 1 x 6 = 6

(I) They have lived here for more than thirty years without an identity. Without permits but with ration cards that get their “If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach But for a child it is even more. [Lost Spring]

(i) Who are ‘they’ ? (ii) Where do ‘they’ live ? (iii) For how long they are living in India ? (iv) What does the narrator mean by ‘Food is more important for survival’ ? (v) Which document is required to buy grain ? (vi) What are ‘transit homes’ ? (vii) Name the prose from which the extract is taken. (viii) What is the ultimate profession of the people of seemapur ? (ix) What explanation do a group of women in tattered saris offer for leaving their beautiful land of green fields and rivers ? (x) How do children grow up in transit homes ? (xi) What form has rag-picked assumed over the years ? (xii) How does garbage appear to the rag-pickers ?

II. “I have nothing else to do,” he mutters, looking away. “Go to school”, I say glibly, realizing immediately how hollow – that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. [Lost Spring]

(i) Where does this extract occur and who is the writer of the text ? (ii) Who are engaged in conversation ? (iii) What does the narrator advise Saheb ? (iv) Who does not go to school and why ? (v) When does Saheb go to school as per his wish ? (vi) Who mutters “I have nothing else to do” and what does he do ? (vii) Where has Saheb come from ? (viii) Why did Saheb come ? (ix) Why is the speaker embarrassed ? (x) Find out the word from the extract which means ‘plenty’.

III. One dark evening as he was trudging along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he was happy to get someone to talk to in his loneliness. [The Rattrap]

(i) From where has the extract been taken and who is the author of the text ? (ii) Who is referred to as ‘he’ in these lines ? (iii) What did he see on his way ? (iv) Why did he knock on the door ? (v) What response did he get in return ? (vi) Who was the Owner of the little gray cottage ? (vii) What was the old man’s reaction on seeing ‘he’. (viii) ‘He’ was refused shelter. - True or False (ix) What does ‘sour faces’ mean in the extract ? (x) What does the word ‘trudging’ mean ?

IV. “Honoured and noble Miss,” since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you because in that way he got power to clear himself. [The Rattrap]

(i) Name the text and it’s author from where the extract is taken. (ii) Who is the “Miss” here ? (iii) Why did the peddler not want the noble Miss to be embarrassed ? (iv) Whose money did the Peddler want to give back ? (v) What is the “bair for poor wanderers”

here ? (vi) What made the rattrap seller realize his mistakes ? or How did he get the power to clear himself ? (vii) Who had raised the position of a rattrap seller to that of a captain ?

V. “Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages Kasturibai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. [Indigo]

(i) Where has the extract been taken from and who is the author ? (ii) Whom did Gandhi appeal ? (iii) What never satisfied Gandhiji ? (iv) Why did Gandhiji appeal for teachers ? (v) Who was Devdas ? (vi) Who was Kasturba and what did she teach ? (vii) Whose wives had volunteered for the work ? (viii) Who were Mahadev Desai and Narhari Parikh ? (ix) Gandhi was of the opinion that there were many incomplete wars in champaran villages. [Write true or false]. (x) Find out a word from the extract which means ‘complacent’.

VI. “Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They there upon, obtained agreements from the share croppers and the wasted their money back. [Indigo]

(i) Who came to learn that Germany had developed synthetic indigo ? (ii) What was the information that the illiterate peasants got ? (iii) What happened when the information reached the peasants ? (iv) Where was synthetic indigo developed ? (v) Find out the words from the extract which mean : (a) ‘Criminals’ (b) ‘tedious’ (c) ‘refrain from’ (vi) Why did the landlords obtain the agreements from the sharecroppers ? (vii) The peasants wanted (Fill in the blanks) (viii) The landlords were hesitant to accept the arrangement. – Write True or False.

VII. I laughed and said, “Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?” It led and I swam on. [DEEP WATER]

(i) From where has the extract been taken ? (ii) Who is the writer of the Chapter ? (iii) Who is ‘I’ here ? (iv) Who is being addressed to as Mr. Terror ? (v) Why has Mr. Terror been addressed to ? (vi) Why did the narrator laugh ? (vii) Why did Mr. Terror Leave ? (viii) Give synonym of ‘fled’.

VIII. “It had happened when I was ten or eleven years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the Y.M.C.A. in Yakima “But I subdued my pride and did it” [Deep Water].

(i) Mention the name of the prose from where the above lines have been taken. (ii) What does YMCA stand for ? (iii) Name the river mentioned in the passage ? (iv) Did the writer enter the YMCA pool ? (v) Find from the passage words which mean the same as : (a) chance (b) Thin. (vi) Find a word from the extract that is opposite to ‘shallow’. (vii) What happened when the narrator was ten or eleven years old ? (viii) Mother warned the author about the river. (Fill in the blanks) (ix) The author ignored each drawing in the river. – Write True or False. (x) The pool was safe because it was not very deep. – Write True / False

Short Answer Type Questions :

5. Flamingo (Prose) : Answer any five questions below in short within 40-50 words each : 2 x 5 = 10

1. ‘Garbage to them is Gold’. – Why does the speaker say so about the ragpickers ? 2. How was Saheb’s life at tea stall ? 3. What are the hazards of working in glass bangle factory ? 4. How is Mukesh’s attitude to his situation different from that of his family ? 5. “All we have to fear is fear itself” – When did Douglas learn this lesson ? 6. Why did Douglas’s mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool ? 7. Why was Douglas determined to get over his fear of water ? 8. What is the ‘misadventure’ that William Douglas speaks about ? 9. What did Edla notice about the stranger ? 10. Why did the peddler think that the world was a rattrap ? 11. Why did the peddler sign himself as captain Von Stahle / 12. Why did the crofter show the thirty kronor to the peddler ? 13. Why did Gandhiji go to Champaran ? 14. “The Peasants were themselves the most crucial agent in the success of champaran civil disobedience.”- Expand. 15. Why is Rajkumar Shukla described as being ‘resolute’ ? 16. Why did Gandhiji agree to a settlement of 25 percent refund to the farmers ? 17. Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant ? or, How was Gandhi treated at Rajendra Prasad’s house ?

Poetry : 18. What is the kind of pain and ache that the poet Kamala Das feels ? 19. Why are the young trees described as ‘sprinting’ ? 20. What does the poet’s smile in the poem ‘My Mother at Sixty Six’ show ? or What do the parting words of he poet and her smile suggest in the poem ‘My Mother sixty Six’ ? 21. Why has the mother been compared to the ‘late winter’s moon’ ? 22. According to Neruda, what should we not do when we keep quiet ? 23. What symbol from nature does the poet use to prove that ‘Keeping Quiet’ is not a total inactivity ? or, What symbol from Nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness ? 24. How will keeping quiet protect our environment ? 25. What is the ‘sadness’ that the poet refers to in the poem ‘Keeping Quiet’ ? 26. How does Keats define a thing of beauty ? 27. How does a thing of beauty provide shelter and comfort ? 28. Why is ‘grandeur’ associated with the ‘mighty dead’ ? 29. How is a thing of beauty a joy for ever ? 30. Which objects of nature does Keats mention as the source of joy in his poem ‘A Thing of Beauty’ ? or List the things of beauty mentioned in the poem ‘A thing of Beauty’.

6. (Vistas) : Answer any two of the following questions within 40-50 words each : 2 x 2 = 4

1. Why was the Maharaja anxious to kill the hundredth tiger ? 2. When did the tiger king decide to get married ? 3. Who became famous as ‘tiger king’ and why ? 4. Why did the Maharaja ban tiger hunting in the state ? 5. How did the tiger king finally die ? 6. What was common between Derry and Mr. Lamb ? 7. How did the Tiger king celebrate his victory over the killing of the hundredth tiger ? 8. ‘I am not afraid. People are afraid of me.’ – Why did Derry say this ? 9. Why does Mr.

Lamb leave the gate of his house always open ? 10. “It ate my face up. It ate me up.” – Who said these words and why ? 11. What does Derry’s mother not want him to go back to visit Mr. Lamb ? 12. What qualities of Mr. Lamb attracted Derry towards him ? 13. “I felt like sinking to the floor”, says Zitkala-sa. When did she feel so and why ? 14. What is the theme of ‘Memories of Childhood’ ? 15. What is common between Zitkala-sa and Bama ? 16. Why did it take Bama half an hour to an hour to reach home ? 17. What does Zitkala-sa remember about her first day in the land of apples ? 18. How did Zitkala-sa find the ‘eating by formula’ a hard trial ? 19. Who was Annan ? Which words of Annan made a deep impression on Bama ? 20. Why did many people become Bama’s friend ?

Long Answer type Questions :

7. (Flamingo) Answer the question given below in 120-150 words : 5 x 1 no. = 5 marks. (out of two Qs)

1. Why is the Champaran episode considered to be the beginning of the India’s struggle for independence. Or, Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life ? 2. Mention the difficulties faced by the bangle makers of Firozabad. Or, Mention the hazards of working in the glass bangles industry. 3. Give a brief account of life and activities of the people like Saheb in Seemapuri. Or, Describe the life and surroundings of the children living in Seemapuri. 4. Who was Edla ? How did she bring about a change in the peddler ? or What made the peddler finally change his ways ? 5. Compare and contrast the character of the ironmaster with that of his daughter. 6. How did Douglas overcome his fear of water ? or, What lesson did Douglas learn when he got rid of his fear of water ? 7. How did the swimming instructor build a swimmer out of Douglas ? 8. Write in your own words the substance of the poem ‘A Thing of Beauty’. 9. Write in your own words the substance / theme of the poem ‘Keeping Quiet’. 10. Comment on the appropriateness of the title of the poem ‘My Mother at Sixty-Six’.

8. (Vistas) : Answer the questions given below within 120-150 words : 5 x 1 = 5 marks (out of two Qs.)

1. How did the Tiger king achieve his target of killing a hundred tigers ? 2. What impression do you get of the ‘tiger king’ from the story ‘The Tiger King’ by Kalki ? Or, Sketch the character of ‘tiger king’. 3. How did Mr. Lamb’s meeting with Derry become a turning point of Derry’s life ? 4. Derry and Mr. Lamb both are victims of physical impairment, but much more painful for them is the feeling of loneliness. – Explain. 5. Justify the title of the Susan Hill’s play ‘On The Face of it’. 6. What are the similarities in the lives of Bama and Zitkala-Sa though they belong to different cultures ? 7. In India, the so called lower castes have been treated for a long time who advised Bama to fight against this prejudice, when and how ?



সম্পাদকীয় কলমে..

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

বিপর্যয়ের প্রহর
গুনছে পাকিস্তান

পাকিস্তান একের পর এক হৌঁচট খাইয়া মানসিক চাপে পড়িতে শুরু করিয়াছে। একদিকে আর্থিক সংকট অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা পাকিস্তানকে আরো সংকটে ফেলিয়াছে। তারা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইতে শুরু করিয়াছে। অযৌক্তিক ভাবে ভারতের বিভিন্ন কাজে বিরোধিতা করা তাহাদের চিরচরিত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। শুধুমাত্র বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা নিয়েই তাহাদের চলকানি নয়, ভারতের নানা দিক দিয়া উন্নয়ন ও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার বিষয়গুলিও তাহারা যেন মানিয়া নিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করিয়া একের পর এক হৌঁচট খাইতে শুরু করিয়াছে। দেশের শিল্প কলকারখানা লাটে উঠিয়াছে। সম্ভ্রাসী কার্যকলাপ তাহাদের অন্যতম শিল্পে পরিণত হইয়াছে। প্রতিটি পদে পদে খুঁহার খেসারত ভোগ করিতে হইতেছে পাকিস্তানকে। একের পর এক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে করিতে আর্থিক দিক দিয়া রীতিমতো দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে পাক সরকার। বিশ্বব্যাপে সহ বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের এইসব অনৈতিক কাজকর্ম মোটেই পছন্দ করিতেছে না। সেই কারণে পাকিস্তানের প্রতি বিরাট ভাজন হইয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাহাদের বিভিন্ন সহায়তা বন্ধ করিয়া দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে পাকিস্তান বাঁচিয়া রহিয়াছিল সেই সব দেশ ধীরে ধীরে তাহাদের উপর আশীর্বাদ প্রত্যাহার করিয়া এবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তাহারা রীতিমতো কান্সলে পরিণত হইয়াছে। এবার কাণ্ডাল পাকিস্তানের মাথায় বাজ! জিন্নাহর দেশকে আরও বিপদে ফেলিয়া বড় ঘোষণা আমেরিকার। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করা পাকিস্তানের জন্য আমেরিকা থেকে খুব খারাপ খবর আসিয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অজয় সিং বাঙ্গারের কাছে বিশ্বব্যাপকের দায়িত্ব হস্তান্তর করিয়াছেন। এই পদটি উত্তাই গুরুত্বপূর্ণ যে অজয় সিং বাঙ্গারের নিয়োগের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন রাষ্ট্রপতি বাইডেন নিজেই। অজয় সিং প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিক যিনি বিশ্বব্যাপকের প্রধান হইবেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপকের প্রধান অর্থনীতিবিদ পদেও রহিয়াছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইক্সমিত গিল। এর আগে কৌশিক বসু প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন। অজয় সিং-র নিয়োগ শীঘ্রই বিশ্বব্যাপকের পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত হইতে পারে, যাহা শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। পাকিস্তান বর্তমানে দারিদ্র্যতা, খাদ্যাভাব এবং নিজের দেশে বাড়ি যা ওঠা সম্ভ্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াই করিতেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার রেকর্ড হারে নামিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩.৭ মিলিয়ন ডলার, যা কয়েক সপ্তাহের আমদানির জন্যও অপര്യാপ্ত। বিশ্বব্যাপকে থেকে পাকিস্তানের কোটি কোটি টাকার ঋণ রহিয়াছে। সম্প্রতি পাকিস্তানকে যে কিস্তি দিতে হইয়াছে তাহাতে বিশ্বব্যাপকের বড় অংশ রহিয়াছে। এমনতাবস্থায় পাকিস্তান এই পুরনো ঋণ পুনর্গঠন করিতে চায়। এখন ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন ব্যক্তিকে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের আসনে বসিতে দেখিলে অবশ্যই পাকিস্তানের হৃদস্পন্দন বাড়িয়া যাইবে। তবে এত বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়ম-কানুন মানিয়াই সিদ্ধান্ত নিবেন। পাকিস্তান যদি ঋণের কিস্তি পরিশোধ করিতে না পারে এবং দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বাই-সাইকেলে

করিমগঞ্জের শনবিল থেকে

গুয়াহাটি এসে মুখ্যমন্ত্রীর

সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

যুবকের, মুগ্ধ হিমন্তু বিশ্ব

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ (হিস.) : ৩৫ দিনে ৩৭০ কিলোমিটার সড়ক পথে বাই-সাইকেলে যাত্রা করে গুয়াহাটি পৌঁছে অমরের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তু বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন করিমগঞ্জের শনবিল এলাকার জনৈক যুবক। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তু বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎসাক্ষাৎ করতে প্রায় এক মাস আগে গুয়াহাটি এসেছিলেন করিমগঞ্জ জেলাধীন রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত শনবিল অঞ্চলের কালিবাড়ি নবীনগ্রামের পুলক নমঃশুভ্র ওরফে টিঙ্কু। অবশেষে নাছোড় পুলক আজ শনিবার সকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তু বিশ্ব শর্মার সঙ্গে পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আজ দুপুরে তাঁর অফিশিয়াল টুইচার হাভলে পুলক এবং তাঁর যুগ্ম ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আজ করিমগঞ্জ জেলার কালিবাড়ি নবীনগ্রামে গিয়েছিলাম টিঙ্কু নমঃশুভ্রের সঙ্গে গুয়াহাটি মহানগরীতে ঘুরছিলাম টিঙ্কু। আবেগে ভরে শরীরে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সংবলিত উল্কিও এঁকেছেন তিনি। আজ শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ফুলদান গামোছা ও ফুলের তোড়া দেখা করে বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে টিঙ্কু জানান, মুখ্যমন্ত্রী নয়, দেশের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, করিমগঞ্জে গেলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।



বাম কংগ্রেস ও ত্রিপ্রা মথা (ভোগাসবানী গ্রেটার ত্রিপ্রালাভ দাবী) এই তিন (অনৈতিক অপদার্থ আদর্শ নীতিহীন) দলের সাথে একাই লড়ে যুদ্ধে আবাবো জয়ী হল ত্রিপুরার বিজেপি। আদর্শজনেরা বিজেপিকে আবাবো ক্ষমতায় ত্রিপুরা রাজ্যে চেয়েছে বলেই ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। বিরোধীরা ভোট ভাগাভাগির গল্পের গল্প আকাশে চড়াচ্ছে। বামোরা ২৫ বৎসর ভোট ভাগাভাগির ফলে শাসন ক্ষমতায় ছিল। একক ভাবে বামফ্রন্টকে কেউই ভোট দেয় নি। বাম শাসনে বরাবরই কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই নির্দলে দাঁড়াতে। রোজান্তের দিন দেখা যেতো কংগ্রেস ও নির্দলের ভোট যোগ করলে বামেরের থেকে ভোট বেশী পেত। কিন্তু এবার ত্রিপুরার মানুষ বাদলকে পাহাড়ে ও সমতলে ভোট দেয় নি। তাই ১৬ থেকে ১১তে নামিয়ে দিল। ভবিষ্যতে বামগ্রেস জোট আবার হলে দুই দলকেই পশ্চিমবঙ্গের

মতো শূন্যে নামিয়ে কোমতে নিয়ে যাবে। প্রতারণা সবসময় করা যায় না। একবার না একবার ওরা পড়বেই। সুইচ অফ বাবা তার কর্মী সমর্থকদের ফেলে কোথায় উঠাও হয়ে গেল? বিজেপি আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়েছে যে ক্ষমতায় ফিরেছে আর বামগ্রেসেরা ওভার আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়েছিল বলেই ক্ষমতায় আসে নি। বাজার গরম করেছিল যে ফ্রেস ভোট দেয় ও জনগণ ভোট দিতে পারলেই বামগ্রেস ক্ষমতায় চলে আসবে। এখন সামনের দিনে কি আর বামগ্রেসেরা বলতে পারবে যে ছাড়া ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বা ছাড়া ভোটের মুখামুখী জনগণ বামগ্রেসের সব ইস্যুতেই জল ঢেলে দিল। ত্রিপুরায় বিশেষ করে প্রতারক বামেরা আর মনে হয় না ক্ষমতায় ফিরতে পারবে। জনগণ বামদের ভাবে চাঁদাবাজ, প্রতারক ও হিসাববাজ। বিজেপি ক্ষমতায় তারপরও বামদের দ্বারা হামলার শিকার বিজেপির কর্মীরা

ও আইন বিজেপির কর্মীদেরই তড়া করাছে। কিছু পুলিশ ও বামগ্রেস মিলে যড়যন্ত্র করে প্রস্তুতি নিয়ে বিজেপিকে ঘায়েল করছে। প্রকারান্তরে বিজেপির কর্মীদের মনোবল নষ্ট হচ্ছে সরকার থেকেও নেই। আজ যদি বামগ্রেস ক্ষমতায় আসতো তাহলে প্রশাসন ও ক্যাডাররা মিলে রাজ্যে রক্তগঙ্গা বানাতো। বিগত ২৫ বৎসর বামেরা তাই করে গেছে। রাজ্যের জনগণের ভাগ্য ভালো বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে তাই অশান্তির বাতাবরণ নেই। নির্বাচনের আগে পাড়ায় পাড়ায় বামগ্রেসেরা আইয়া পড়তাই রব ও দেখাইয়া দিমু রবে আকাশ বাতাস ভারী করে হুমকি ধমকি দিয়েছিল। জনগণ ততস্থ ছিল ভয়ে আবার না খুন সম্ভ্রাস মুড়িমুড়িকর মতো শুরু হয় রাজ্যে যদি পরিবর্তন হয় প্রত্যাবর্তন না হয়। যাই হোক জীতেন চৌধুরী (যিনি আদা কেলেকারী সহ বহু দুর্নীতিতে

জড়িত অভিযোগ, তাছাড়া পবিত্র কর (যাকে মাফিয়া নেতা বলা হয়) খয়েরপুরে অনেক কংগ্রেস নেতা কর্মী খুন করেছিল। মানিক দে (যিনি নাকি টিআরটিসির দুর্নীতিতে যুক্ত, মজলিশপুরে ও অনেক নেতা কর্মী কংগ্রেসের খুন হয়েছিল), মানিক সরকার (যিনি রবি লিটন দেববর্মাকে যেসব বাম ক্যাডাররা পিটিয়ে খুন করলো তাদের বাঁচাতে প্রত্যক্ষভাবেই বললেন যে রবি লিটন এন্ট্রিডেটে মারা গেছে, ট্রেজারী কেলেকারীতেও নাকি আছেন। পাগাই হত্যা মামলাতেও প্রভাবিত করেছিলেন ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার প্রবর্তক মানিক সরকার। এইসব নেতাদের উপর জনগণ আর ভরসা রাখতে পারেন নি পাহাড় ও সমতল। আর সুদীপ রায় বর্মণকে তো জনগণ চিটিংবাজ ও সুইচ অফ বাবা বলেই জানে, পাহাড়ে কংগ্রেস ও বাম আর পা টিকাতে পারবে না। সিপিআইএমের

উপজাতি ভোট ব্যান্ড সব মথা হয়ে গেছে। সেই মথাই সিপিআইএমকে ভোট দেয় নি। অপদস্থ (সিপিআইএম দ্বারা ২৫ বৎসর প্রতারণিত হয়েছিল) উপজাতি ভোটাররা। সিপিআইএম নামক চাঁদা, খুন সম্ভ্রাস কারবারী পাটিটি বিজেপি সরকার থাকাকালীনই নির্বাচনোত্তর সম্ভ্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচুর বিজেপি কর্মী আহত হয়েছে। কেউ কেউ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। বাম ক্যাডারদের মামলা মোকাদ্দমার ভয় নেই। প্রমাণ হলোই না সাজা পাবে। নতুবা তো বিন্দাস জীবন। পরিমল সাহা হত্যাকারীর কত বৎসর পর সাজা হয়েছিল রাজ্যবাসীতো বিলক্ষণ জানেন। সিপিআইএম ক্ষমতায় না আসতেই সম্ভ্রাস করে বিজেপির রক্ত খরাজে আর ক্ষমতায় আসলে রক্তগঙ্গা বইত ত্রিপুরায়। বামগ্রেসের বাজেমাল বা বস্তাপা নেতাদের ভুল বোঝানো পথে যতদিন জনগণ পা না মড়ায় ততই মঙ্গল

রাজ্যবাসীর। তথাপিও লিখব গণতন্ত্রে জনগণই শেষ কথা ত্রিপুরার নির্বাচন তা প্রমাণ করল। পোস্টাল ব্যালটে বিজেপি কর্মচারীর ভোট আশানুরূপ পায় নি। তারও কারণ আছে। বামামলে পাটিটর দৌলতে চাকুরী হয়েছে। এরা সবাই কামচোর (সবাই নয়) কর্মচারী। তাই কামচোররা বিজেপি সরকার থেকে ২০ শতাংশ ডিএ পেয়েও (এবং চাঁদাবাজের জুলুম না থাকলেও) বিজেপিকে ভোট দেয় নি, চকাত অনেক হয়েছে। ঘোষণাই দিয়েছিল তথাপিও জয় এসেছে বিজেপির পক্ষে। তাই বামগ্রেসের আর মুখ লুকোবার আর জায়গা নেই। এদের অবসরে যাওয়া উচিত। সুদীপ তো প্রকাশ্যে জনসভায় ঘোষণাই দিয়েছিল ২০২৩ নির্বাচনই শেষ নির্বাচন। এরপর রাজনীতি থেকে বিদায় নেবেন। পারবেন কি কথা রক্ষা করতে। সং ব্যক্তি হলে হয়ত কথা রাখবেন?

স্বর্ণ মন্দির: মানব কল্পনার অতীত যার সম্পদ ভাণ্ডার

বিশেষ প্রতিনিধি। স্বর্ণ মন্দির! যে মন্দিরের নিচের গোপন ভল্টে লুকানো আছে অকল্পনীয় এক ধন সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। ভারতের কোলা রাজ্যের থিরুভানানথপুরাম শহরে অবস্থিত শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দিরকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত যত ধরণের প্রতিষ্ঠান তেরি হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী প্রতিষ্ঠান, সবচেয়ে ধনী ধর্মীয় উপাসনালয় তো বটেই। এই মন্দিরের নিচের ভগ্নভট্ট ৮ টি ভল্টের মধ্যে রয়েছে অজয় রকমের ধন সম্পদের সমাহার। এর মধ্যে ৩ টি ভল্ট খোলা হয়নি, তাই সেগুলোতে কী আছে তার সঠিক তালিকা নেই। অন্য পাঁচটিতে রয়েছে স্বর্ণ, হীরা, রুবি, প্যাঁদা, নীলা সহ অমূল্য সব দুল্লভ রত্ন পাথর, এসব মূল্যবান ধাতু থেকে থেকে নির্মিত রত্ন খচিত মূর্তি, অলংকার, তৈজসপত্র সহ নানা রকম দ্রব্যাদি, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি অসংখ্য রকমের মূল্যবান সম্পদসমৃদ্ধ। আর এই এটি ভল্টের সম্পদের মিলিত আর্থিক



দেয়াল স্বর্ণনির্মিত এমন আখ্যা দেয়া হয়েছে। কোন কোন রচনায় এই মন্দিরকে অতিথিত করা হয়েছে স্বর্ণ হিসেবে। আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে ট্রাভাক্সের রাজা হন আনিবাম থুরিনাম যিনি পরিচিত মন্দিরের উৎসব ও বিশেষ আয়োজনের সময় বাবরার করা হত। কাজ শেষে সেগুলো আবার রেখে দেয়া হত এই চারটি ভল্টে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গঠিত কমিটির সদস্যরা ২০১১ সালের ৩০ জুন মন্দিরের নিচের ভল্টগুলো খুলতে যান। দেখানো ভল্টগুলোর প্রধান প্রবেশদ্বার খুলে প্রথমে তারা ভল্ট ‘এ’ তে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভল্ট এ এর প্রবেশমুখেই তারা একটি লোহার গিল দেখতে পান, সেটি খোলা হয়। এরপর আসে একটি ভারী কাঠের দরজা, সেটিও খোলা হয়। এরপর পৃথিবীর ইতিহাসে এক জায়গা থেকে একে পরিণত স্বর্ণনির্মিত দ্রব্য ও রত্ন পাথরের সংগ্রহ আর কখনও খুঁজে পাতোয়া যায়নি। দেবতা! পদ্মনাভস্বামী এই মন্দিরের সমস্ত সম্পদের মালিক, এমনটাই বিশ্বাস করা হয়। মন্দিরটি পরিচালিত হয় একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে যে ট্রাস্টের প্রধান ছিল ট্রাভাক্সের রাজ পরিবার। সেগুলো গোটাক্রম জুড়ে ছড়ানো অবস্থায় দেখেন তারা। কোনো কিছু সুন্দর করে গোছানো অবস্থায় ছিল না। বুড়ি, মাটি ও তামার পাত্র ভর্তি করে রাখা ছিল দামী দামী সব জিনিস। এক এক করে ভল্ট থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে ভল্ট ‘এ’ তে প্রবেশের চেষ্টা করেন। প্রথমে তারা এর প্রবেশমুখে লোহার গিল দেয়া দরজাটি খুলে ভেতরে ঢুকেন। এরপর দেখা যায় অত্যন্ত মজবুত ও ভারী কাঠের একটি দরজা। সেটিও খোলা হয়। এরপর আর একটি লোহার দরজা। লোহার দরজায় গোথারা সাপের ছবি খোদাই করা আছে। ট্রাভাক্সের রাজপরিবার

জানিয়েছিল, গোথারা সাপের ছবি খোদাই করা সেই ইতিহাসে একটি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী ফলে যাবে। বিশ্বাস করা হয়, এই দরজাটি খুললে তা সারা পৃথিবীর উপর অত্যন্ত ভয়াবহ দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। ৪ জুলাই তারিখে সাত সদস্যের একটি অন্তর্গত দরজাটি না খুলে এর আগে আরও কিছু বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন। ধর্মীয় রীতিতে দেবতা যাতে রুষ্ট না হন সেজন্য দরজাটি খোলার আগে ‘অষ্টমঙ্গল দেবপ্রশ্নম’ পালনের সিদ্ধান্ত নেন তারা। কিন্তু সেটি আর খোলা হয়ে উঠে নি। যার করা মাল্যের কারণে এই মন্দিরের বিষয়টি আদালতে এসেছিল কাকতালীয় ভাবে সেই আইনজীবী পি টি সুন্দররাজন মারা যান সেই মাসে। আর এই ঘটনার কারণে যারা এই দরজা খোলার বিপক্ষে ছিলেন তারা আদালতের কারণে সাজা পান। এই মন্দিরের পৃথিবীর ইতিহাসে এক জায়গা থেকে একে পরিণত স্বর্ণনির্মিত দ্রব্য ও রত্ন পাথরের সংগ্রহ আর কখনও খুঁজে পাতোয়া যায়নি। দেবতা! পদ্মনাভস্বামী এই মন্দিরের সমস্ত সম্পদের মালিক, এমনটাই বিশ্বাস করা হয়। মন্দিরটি পরিচালিত হয় একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে যে ট্রাস্টের প্রধান ছিল ট্রাভাক্সের রাজ পরিবার। সেগুলো গোটাক্রম জুড়ে ছড়ানো অবস্থায় দেখেন তারা। কোনো কিছু সুন্দর করে গোছানো অবস্থায় ছিল না। বুড়ি, মাটি ও তামার পাত্র ভর্তি করে রাখা ছিল দামী দামী সব জিনিস। এক এক করে ভল্ট থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে ভল্ট ‘এ’ তে প্রবেশের চেষ্টা করেন। প্রথমে তারা এর প্রবেশমুখে লোহার গিল দেয়া দরজাটি খুলে ভেতরে ঢুকেন। এরপর দেখা যায় অত্যন্ত মজবুত ও ভারী কাঠের একটি দরজা। সেটিও খোলা হয়। এরপর আর একটি লোহার দরজা। লোহার দরজায় গোথারা সাপের ছবি খোদাই করা আছে। ট্রাভাক্সের রাজপরিবার

জানিয়েছিল, গোথারা সাপের ছবি খোদাই করা সেই ইতিহাসে একটি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী ফলে যাবে। বিশ্বাস করা হয়, এই দরজাটি খুললে তা সারা পৃথিবীর উপর অত্যন্ত ভয়াবহ দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। ৪ জুলাই তারিখে সাত সদস্যের একটি অন্তর্গত দরজাটি না খুলে এর আগে আরও কিছু বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন। ধর্মীয় রীতিতে দেবতা যাতে রুষ্ট না হন সেজন্য দরজাটি খোলার আগে ‘অষ্টমঙ্গল দেবপ্রশ্নম’ পালনের সিদ্ধান্ত নেন তারা। কিন্তু সেটি আর খোলা হয়ে উঠে নি। যার করা মাল্যের কারণে এই মন্দিরের বিষয়টি আদালতে এসেছিল কাকতালীয় ভাবে সেই আইনজীবী পি টি সুন্দররাজন মারা যান সেই মাসে। আর এই ঘটনার কারণে যারা এই দরজা খোলার বিপক্ষে ছিলেন তারা আদালতের কারণে সাজা পান। এই মন্দিরের পৃথিবীর ইতিহাসে এক জায়গা থেকে একে পরিণত স্বর্ণনির্মিত দ্রব্য ও রত্ন পাথরের সংগ্রহ আর কখনও খুঁজে পাতোয়া যায়নি। দেবতা! পদ্মনাভস্বামী এই মন্দিরের সমস্ত সম্পদের মালিক, এমনটাই বিশ্বাস করা হয়। মন্দিরটি পরিচালিত হয় একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে যে ট্রাস্টের প্রধান ছিল ট্রাভাক্সের রাজ পরিবার। সেগুলো গোটাক্রম জুড়ে ছড়ানো অবস্থায় দেখেন তারা। কোনো কিছু সুন্দর করে গোছানো অবস্থায় ছিল না। বুড়ি, মাটি ও তামার পাত্র ভর্তি করে রাখা ছিল দামী দামী সব জিনিস। এক এক করে ভল্ট থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে ভল্ট ‘এ’ তে প্রবেশের চেষ্টা করেন। প্রথমে তারা এর প্রবেশমুখে লোহার গিল দেয়া দরজাটি খুলে ভেতরে ঢুকেন। এরপর দেখা যায় অত্যন্ত মজবুত ও ভারী কাঠের একটি দরজা। সেটিও খোলা হয়। এরপর আর একটি লোহার দরজা। লোহার দরজায় গোথারা সাপের ছবি খোদাই করা আছে। ট্রাভাক্সের রাজপরিবার

রিপোর্ট থেকে সেখানে বিদ্যমান অজয় ধন দৌলতের মধ্যে কিছু কিছু সম্পদের বর্ণনা জানা যায়। এই ভল্টের সম্পদের মধ্যে আছে, সাড়ে ৩ ফুট দীর্ঘ একটি স্বর্ণের বিষ্ণুমূর্তি যাতে খচিত আছে হীরা ও রুবিসহ মূল্যবান রত্ন পাথর। স্বর্ণের তৈরি একটি সিংহাসন যাতে অত্যন্ত সাড়ে ৫ মিটার দীর্ঘ একটি মূর্তি স্থাপন করা যায়। ১৮ শতসনের গায়ে খচিত আছে শত শত হীরা ও অন্যান্য রত্ন পাথর। সাড়ে ৫ মিটার লম্বা একটি স্বর্ণের চ্রৈন। ৫০০ কেজি ওজনের একটি স্বর্ণের রুপ। ৩৬ কেজি ওজনের একটি পূর্ণা মত আবরণী। রত্নখচিত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বানানো ১,২০০ টি চ্রৈন। স্বর্ণের জিনিসপত্র, নেকলেস, মুকুট, হীরা, রুবি, নীলকান্তমণি, প্যাঁদা, রত্ন পাথর ও মূল্যবান ধাতব দ্রব্যাদি ভর্তি কয়েকটি বস্তা। দেবমূর্তির শরীর আচ্ছাদনের জন্য ৩০ কেজি ওজনের স্বর্ণের আবরণ। স্বর্ণনির্মিত নারকলের মালা যাতে খচিত আছে রুবি ও প্যাঁদা। ১৮ শতকের নেপোলিয়নের আমলের মুদ্রা। রোমান সাম্রাজ্যের কয়েক হাজার মুদ্রা। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালের ১, ৯৫০০০ টি স্বর্ণমুদ্রা যেগুলোর ওজন সব মিলিয়ে ৮০০ কেজি। অন্তত ৩টি বিভিন্ন রিপোর্টে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ আছে। সম্পূর্ণ স্বর্ণ নির্মিত আর হীরা ও অন্যান্য রত্ন খচিত রাজমুকুট। কয়েকশ স্বর্ণের চ্রৈন কয়েক হাজার স্বর্ণের পট ও জার। সম্পূর্ণ বিবরণী প্রকাশ করা হয়নি তাতেই এই অবস্থা, প্রকাশিত হলে আরও কী কী পাওয়া যেতে পারে তার পুরোটা অনুমান করা হয়ত কঠিন হবে। এর মাত্র অল্প কিছু পাঠা এখনো গবেষণা করা হয়েছে। বাকিগুলো থেকে তথ্য উদ্ধার করা গেলে হয়ত জানা যাবে মন্দিরের বিপুল ধনভাণ্ডারের উৎসের থেকে এল এমন ধন তাহা আছে। বিশ্বাস করা হয়, হাজার হাজার বছর ধরে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে দান করা সম্পদগুলোই জমা হয়ে আছে ভূগর্ভস্থ ভল্টে। ভারতের বিভিন্ন সময়ের শাসনকারী রাজ পরিবার গুলো এখানে দান করেছে। মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, রোম, জেরুজালেম হতে শাসকবৃন্দ ও বণিকেরাও ভারতবর্ষে এসে

মন্দিরে দান করেছেন। এর পর ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে দানের সামগ্রী অনেক গবেষকও মতামত দিয়েছেন, এই মন্দির হাজার বছরের অর্জন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বর্ণের খনি ছিল। সুমেরীয় আমলে মালাবার অঞ্চলে ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কয়েকটি কেন্দ্র। সেই সূত্রে স্বর্ণ ও সম্পদ মন্দিরের কাছাকাছি স্থানেই ছিল যেখান থেকে তা মন্দিরে অর্পিত হতে পারে দেবতার নৈবদ্য হিসেবে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে টিপু সুলতান সহ অনেকের আক্রমণের মুখে পালিয়ে এসে এই মন্দিরে আশ্রিতদের ধন সম্পদও এখানে লুকিয়ে রাখা হত নিরাপদ জায়গা হিসেবে। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র নাগাস্বামী এ ব্যাপারে জানান, কোলারার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবদ্য হিসেবে ধন সম্পদ দেয়ার রেকর্ড পাওয়া যায় ইতিহাসের বিভিন্ন দলিল থেকে। মহারাণী গৌরী লক্ষ্মী বাদি এর শাসনামলে কোলারার কয়েকশ মন্দিরের অব্যবস্থাপনার কারণে এগুলোকে সরকায়ে নিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এদব মন্দির থেকে অনেক স্বর্ণালংকার সরিয়ে নিয়ে রাখা হয় শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে। ১৭৭৬ থেকে ১৭৯২ সাল পর্যন্ত ট্রাভাক্সের রাজ্যে আশ্রয় নেয় প্রায় হাজার জনের মত হিন্দু রাজা যারা টিপু সুলতানের বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার ভয়ে পালিয়েছিলেন। পালানোর সময় তারা যত পারেন ধন সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন এবং দান করেছিলেন পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে। ব্রিটিশদের নিকট টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর এই রাজারা তাদের এলাকায় ফিরে যাবার পরেও তারা এবং তাদের বংশধররা এই মন্দিরে দান করেছিলেন। এছাড়া মন্দিরের ভক্ত ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের দান তো ছিলই প্রাচীন মালায়ালম ও তামিল ইতিহাসের এক বিশাল ভাণ্ডার হল ‘রজন পুস্তক’ বা তালপাতায় লিখিত ইতিহাস। এমন ৩,০০০ টি বাউন্ডেল আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে, যার প্রতিটি বাউন্ডলে রয়েছে কয়েক হাজার তালপাতা। সেখানে লিখিত আছে হাজার বছর ধরে শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে স্বর্ণ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি নৈবদ্য প্রদান করার তথ্য। এর মাত্র অল্প কিছু পাঠা এখনো গবেষণা করা হয়েছে। বাকিগুলো থেকে তথ্য উদ্ধার করা গেলে হয়ত জানা যাবে মন্দিরের বিপুল ধনভাণ্ডারের উৎসের থেকে এল এমন ধন তাহা আছে। ১৯৩৩ সালে অল্পকোভ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এমিলি গিলক্রিস্ট হ্যাচ নামক একজন লেখিকার বইয়ে উল্লেখ আছে, ১৯৩৩ সালে রাজা চিথিরা থিরুন্মাল বলরাম ভার্মার আদেশে ‘বি’ ভল্টের একেবারে বাইরের অংশটির দরজা একবার খোলা হয়েছিল।

সম্প্রদায়

একুশ শতকের নারী

।। অভিজিৎ দত্ত ।।

একবিংশ শতকের নারী তোমায় আমি কুনিশ করি। জলে সোলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র তোমার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তুমি।

কে বলে নারী অবাহেলার পাত্র উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে নারীরাও হতে পারে যে কোন কাজের যোগ্য।

পুরুষ শাসিত সমাজে অনেক চেষ্টা হয়েছে নারীকে দমিয়ে রাখার কিন্তু সব ব্যাধ তুচ্ছ করে আজ নারীর বিজয় পতাকা উড়ছে আকাশ থেকে সাগরে।

নারী বলে অবাহেলা,অত্যাচার বৈষম্যের দিন আজকে শেষ একুশ শতকে নারীরা উঠেছে জেগে তার আপন ভেঁজে নারীর প্রতিভার কাছে আজ একবিংশ শতকে সবাই স্বাধীন মাথা নামিয়েছে।

নারী নয় অবলা, তারাও বীরঙ্গনা রাণী দুর্গাবতী, রাণী লক্ষ্মীবাদী প্রমাণ করেছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

আজ বসন্তে

।। রানী সেন।।

আজ বসন্তের রঙিন হাওয়ায় ভালোবাসা ভেসে যায়, আশুন হৃদয় কৃষ্ণচূড়া বলে গুরে ছোঁরা আয়রে আয়।

ফাগের রঙে মাড়বে সবে উল্লাসে গেয়ে গান, ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে ভুলে সব আঁতমান।

পলাশ বনে রঙের খেলা ছাদয়ে রবীন্দ্র গান, কেটে যাবে যত অমানিশা থাকবে সবার মান।

কুছ কুছ রাবে কোকিল বলে খোকোনা ঘরে বসে, দোর খুলে সবাই বাইরে এসো মধুসেন গেছে এসে।

সময়ের ব্যবধান

।। রূপালী রায়।।

একটা শহর তোমায় দিলাম আমাদের সময়ের ব্যবধানে নিতে এলে সিরিয়ে দিলাম ভালো আছি কল্মাতে। বলা ভায়ে আমিও হারিয়ে গেছি দুপুরে সিকানায়। তুমিও আমারি মতো রঙ হারিয়ে বেরঙিন হয়ে না ভালো থেকে বাস্তবজায়। তোমায় বৃষ্টি মাখাবো বলে নতুন শহর দিলাম উপহার যত্ন করে আগলে রেখো মনে করো আমাদের শেষ অলংকার। একটা শহর তোমায় দিলাম আমাদের সময়ের ব্যবধানে। তবু তুমি, তুমি, তুমি শুধু তোমায় ভাবছি আনমনে।

রং সারাদিন রঙিন খামে

।। অশোককুমার লাটুয়া (সেলুকাস)।।

রঙিন খামে রঙিন সময় গোপন ইচ্ছায় সুগন্ধি আঁবির ছন্দর ফাগুন বনে অশোক পলাশ রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়ার লাজুক লাজুক বর্ণমালায়। প্রেমের সময় মনের বারাদায় সুরাছোঁয়া সকালবেলায় পূর্ণিমা চাঁদ রাতে জোছনায় ফাগুন হাওয়ায়। হাতটা ধরো হাতের মুঠোয় একটা দুটো আড়াল চুমোয় চোখ ভরে যাক মন ভরে যাক রঙিন হয়ে জঁবা ককক কোকিলাটা আজ একটু সরে। রং পৃথিবী প্রেম দিম্বর যৌবন উর্বর স্বপ্ন আকাশ আঁকছে আমায় আঁকছি তোমায় চোখ জ্ঞানালয় হাওয়ায় হাওয়ায় ফাগুন হাওয়ায় লাজুক লাজুক বর্ণমালায়।

নদী, নারী আর ভালোবাসা

।। দেবব্রত ঘোষ মলয়।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) বাগনান থেকে ফিরে আসার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। পড়াশোনা, কোচিং ক্লাস সমস্ত কিছুই পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার পরিমাণও বেড়ে গেছে। এখন তারা সবাই বয়সের সন্ধিক্ষণে। আড্ডার অনেকটা সময় জুড়ে থাকে প্রেম বা পাড়ার মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা। বন্ধুরা ঋজুকে স্বরলিপির বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে, কখনো কখনো রাগায়। ঋজু মুখে কিছু বলে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোথাও একটা খুশির ভাব ফুটে ওঠে। শরীর মনে এক অনিবার্চনীয় রোমাঞ্চ, এই অনুভূতি ঋজুর আগে কখনো হয়নি। পৃথিবীটা খুব সুন্দর লাগে, মনে হয় সামনের দিনগুলোতে কত কিছু ঘটবে। ঘটলও। মাত্র এক সপ্তাহ পরেই। তবে ঋজুর ভাবনা মত সে ঘটনা কোন অনিবার্চনীয় আনন্দ, রোমাঞ্চ বা শিহরণ নিয়ে এলো না। পরিবর্তে তার এইটুকু বয়সে তাকে প্রবলভাবে আত্মত করল এই অনভিপ্রেত ঘটনা।

সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার। সকাল থেকে আর পাঁচটা দিনের মতোই প্রত্যেকে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাসবিহারী মান সেরে সকাল সকাল পূজো করে রওনা দিয়েছেন অফিসের পথে। এই নতুন অফিসে বেতন কমে গেছে কিন্তু কাজের চাপ বেড়েছে অনেকটাই। রাসবিহারী বেরিয়ে যেতে কল্যাণী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সেই ভোর থেকে উঠে বাড়ির পরিষ্কার করা, এত বড় উঠোন বাঁচ দেওয়া থেকে নিকোনো, কয়লার উনুনে ঘুটে সাজিয়ে আঁচ দেওয়া এবং তারপর মান সেরে ঠাকুরকে একটু জল দিয়ে ভাত বসানো। যত তাড়াই থাক কল্যাণী কখনোই এক তরকারি ভাত সাজিয়ে দেন নি স্বামীকে। পয়সার অভাব ছিল তাই খাবার ছিল সাধারণ। আজ যেমন গরম ভাতের সঙ্গে সোনামুগের ডাল, কাঁচালঙ্কা দিয়ে আলু ভাতে তাতে ছোট বড়ি ভাজা ছিটানো, লাউ ডাটার চমড়া, আলু পোস্ত আর বাটা মাছ ভাজা। বড়ি কল্যাণী নিজের হাতেই য়ে, রাসবিহারী বেড়া দেওয়া বাগানে ঘরোয়া। কিছু আনাজপত্রের পাশাপাশি লাউ কুমড়োর গাছে ঘে বাগান তার পাশ দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে পাড়ার বেশ কয়েকজন মানুষ দল বেঁধে হেঁ করে তে করতে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলে। বেশ কিছু মহিলার ত্রৈ শরৎ কালো শোনা যায়। শোনা যায় পুরুষদের উত্তেজিত কথাবার্তা। কল্যাণী বেড়ার দরজার



সে। বয়স অনুপাতে অনেক কিছু যেমন জেনেছে এবং শিখেছে তেমনি যে কোন পরিস্থিতিতে এই বয়সেই সুন্দরভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে তার এইসব সাহিত্য পাড়ার সুবাদে। হঠাৎই পড়ায় বিদ্রূ ঘটতে। তাদের জাম্বির দেওয়া বারাদার সামনেই যে বাগান তার পাশ দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে পাড়ার বেশ কয়েকজন মানুষ দল বেঁধে হেঁ করে তে করতে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলে। বেশ কিছু মহিলার ত্রৈ শরৎ কালো শোনা যায়। শোনা যায় পুরুষদের উত্তেজিত কথাবার্তা। কল্যাণী বেড়ার দরজার

সামনে দাঁড়াতেই পাশের বাড়ির পিসিমা যাকে সবাই বোস্টমবুডি বলে ডাকে, তিনি বলে উঠলেন আরে বৌমা তুমি শোনোন! কল্যাণী গালে হাত দিয়ে বলে গুনবো পিসিমা? পাশ থেকে এগিয়ে আসে তৃষ্ণাদি। তৃষ্ণাদিকে পাড়ার সবাই খাদি বলে ডাকে ওটাই ওর ডাকনাম। এগিয়ে গিয়ে সে বলে জেটিমা সর্বনাশ হয়েছে। এইমাত্র মধব কাকা খবর এনেছে, রনু আত্মহত্যা করেছে। কল্যাণী মাথায় হাত দিয়ে বলেন কি বলহিস খাদি? তাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? সাত সকালে কি অলুস্কনে কথা। তাও আবার একটা ফুটফুটে ছোট ছেলেকে নিয়ে। কৃষ্ণাদির পাশের বাড়ি থাকে নির্মলা। এই

মন দিয়ে পড়াশোনা কর তোমার মাথা তো খুব ভালো।। আমার বড় ছেলেরটার মত মাথামোটা হলো না যেন। প্রতি ক্লাসে ফেল করে করে যদি বা কোন রকমে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করল, তারপর কোন কাজেরও চেষ্টা করে না। আমি কোথাও ঢুকিয়ে দিলেও চলে আসে দুদিন কাজ করে। সারাদিন ক্লাবে আড্ডা দেয়, বিভিন্ন সিনেমাতে খায় আর বাড়িতে বগড়া করে মায়ের সাথে। আমার জীবনের সব শান্তি কেড়ে নিচ্ছে ওই জানোয়ার ছেলে। দুই হাতে চোখ মুছেছিলেন নিবারণ জ্যাঠা।

নিবারণ জ্যাঠার কথা শুনে ঋজুর খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করে ভালো চাকরি করবে আর বাবা-মাকে কোনদিন কষ্ট দেবেনা। কিন্তু নিবারণ জ্যাঠার ছোট ছেলে রনু তো অসম্ভব মেধাবী। এইবার মাধ্যমিক দেবে সে। ক্লাস এইট পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স ছাড়া সেকেন্ড হয়নি কোনদিন। কেবলমাত্র নাইনে সেকেন্ড আর টেনে উঠে দশম স্থান অধিকার করেছিল সে। সে নিজেই খুব মুশড়ে পড়েছিল। যদিও স্কুলের শিক্ষকরা তাকে বলেছিলেন রেজাল্ট সামান্য এদিক-ওদিক হলে কিছু হয় না বাবু, দশম হলেও তোমার নম্বর খুব ভালো আছে। আরেকটু মন দিয়ে পড়াশোনা করলে তুমি মাধ্যমিকে আমাদের স্কুলের, পাড়ার মুখ উজ্জ্বল করবে।

কিন্তু নিবারণজ্যেই আর জেটিমার রনুর উপর অনেক ভরসা। প্রায় প্রতিদিনই রনুকে দশম শ্রেণীতে উঠে রেজাল্ট খারাপ হওয়ার জন্য বকতেন। রনু কেন সেভাবে পড়াশোনায় মন দিতে পারছিল না সেটা কেউ বুঝতে পারত না। ঋজুকে সে খুব ভালোবাসতো। অকস্মাতে গেলো কিংবা কিছু ভালো না লাগলে সে ঋজুদার কাছে চলে আসতো। মিষ্টি দেখতে এবং সুন্দর বাবহারের ছেলোদিক নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতো।। গত পরশুদিনও সে ঋজুর কাছে এসেছিল। ঋজুকে একটা কলম উপহার দিয়েছিল। বলেছিল তার মামা কলকাতা থেকে এসেছে। মামা খুব বড় অধ্যাপক। তিনি খুব বড়লোকও। কলকাতায় রনুর মামার বাড়িতে একটা কালো গ্যাডি আছে গ্যালেজে, আর মামার বসার ঘরে কালো রংয়ের ক্রেডলে বসানো টেলিফোন। তিনি জার্মান থেকে শেফার্ড কোম্পানির দুটো কলম রনুকে উপহার দিয়েছিলেন। তারই একটা রনু তার প্রিয় ঋজুদাকে উপহার দিয়েছিল। (ক্রমশঃ)

বসন্তোৎসব, ২০২৩ ‘রঙের উৎসব’



।। অরবিন্দ সরকার।।

হাঁরে মদনা সকাল বেলায় মদ গিলেছিস হতছাড়া আজ রঙের খেলা পিচকির দিয়ে রঙ খেল? এই কথাগুলো মদনার উদ্দেশ্যে বললেন পাড়ার মাতব্বর মুকুল চৌধুরী।

মদনা উত্তরে বললো-- সরকারি পর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। জোর করে রঙ দেবেন না? পশুদের সঙ্গে রঙ খেলবেন না। কেমিক্যাল বস্তু রঙ, চোখে মুখে জ্বালা করবে। সবার আনন্দ যেন নিরানন্দ না হয়। তাই আমি দেখলাম রঙ তেতরেই খেলা ভালো। এতে চামড়ায় দাগ পড়বে না! ক্ষয়ক্ষতি তো একেবারেই নেই। তাছাড়া শোষণ করা বস্তা সারাদিন মনটা রঙ্গীন চনমনে হয়ে থাকবে। না বলা কথাগুলো অল্পান বদনে বলতে ও শুনতে পারবো? মান অপমান গায়ে লাগবে না। উত্তমকুমার মদের বোতল নিয়ে সিনেমায কি গান গাইতেন? এই তো জীবন,চালাও ফোয়ারা!।

চারিদিকের প্রকৃতির সবুজ রঙের সঙ্গে রঙিন ফুলগুলো সেজে উঠেছে। ওই ফুলের নির্যাস মোছে ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুন গান করে। লুজো খেলো-ছক্কা,তাস খেলো- বিস্তি কাবার,দাবা খেলো- কিস্তিমাত, পিরিত করো-জলভাত। তাই ছিপি খোলো করবে ফৌস! একেবারে সিলকরা আনকোড়া বস্তু বস?

জীবনের রঙ বদলায়। কেমিক্যাল রঙ মেখে তারপর সেই রঙ তুলতে চামড়ার ক্ষতি। তাছাড়া মোবের মতন গা রগরেও সেই ছাপ থেকে যাবে,যেন তুমি দাগী আসামী। আর আমার ভিতরের রঙে কত কুস্তি,কতো খিঁচি তারপরে ধস্তাধস্তি, তারপরে স্বস্তি। বেন্দাবনে রাখাক্ষে রঙখেলার নামে অনাসুপ্তি কারবার।

সেখানে হরিবোলে তার মুক্তি। আর এখানে ওভাবে ষোপঝাড়ে আদার বাদায়ে বনে প্রেমালাপ করলেই বুন্দো শুয়োরের তাড়া! এর জন্য ঝুলছে আইনের খাঁড়া? এখানে হরিবোলে মুক্তি নয় একেবারে গণ্ডগোল লাগিয়ে কংসের কারাগারে বন্দী! গায়ে রঙের ছাপ নেই মুক্তি,যতোই করো চালাকির ফন্দী? চারিদিকে মাকড়সার জালের মতো সিসিটিভি ক্যামেরা ঝুলছে। হাতে নাতে হস্তেনস্ত, দাগী সাব্যস্ত! তাই মদের দিন দোল খেয়ে কেউ বাইক হাতে মোবাইল চালাবেন না।

প্রেমের সেকাল একাল

সুদীপ সরকার

প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় যে ঘৃণা নজির আজকাল চোখে পরে, তা কিন্তু আমাদের সময় ছিলো না। আর রোম্যান্টিসিজম? সেটা বাইরে দেখানোর বস্তু নয়। এটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়। আমি বুঝলাম, রতন দা বেশ মুভে রয়েছে, একদম চালিয়ে খেলেছে। এমনতারস্থায় “আক্রমণই রক্ষণের সেরা উপায়” এই মন্ত্রকে পাথের করে রতনদা’র উদ্দেশ্যে

প্রেম নেই। প্রেম কিছুটা হলেও নিস্বার্থতা প্রত্যাশা করে। কিন্তু, নি:স্বার্থ শব্দটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের অভিধানে নেই। আমি একটা রাগত স্বরে বললাম, ‘তোমার কাছে তাহলে প্রেমের মানে কী?’ দাদা গুড়গুড়িয়ে বলে চললো, ‘প্রেম কোনোদিন হিসেব কবে হয় না। বাস্তবের সাথে আবেগের দন্দ চিরকালীন। প্রেম বরাবর আবেগকেই আঁকড়ে ধরে। এখনকার ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশী বাস্তববাদী, ওরা বড্ড হিসেবী’। বুঝলাম, রতনদা ইজ ইন ফুল মুড। এবারই আসল সময় ইয়র্কার দেওয়ার।

হয় বল মাঠের বাইরে যাবে না হলে রতনদা বোস্ত হবে কারণ আমার দাদা আজ ডিফেন্ড মুভে একদমই নেই। ‘তার মানে তুমি বলছ, বীথিদি’র সাথে তুমি নিস্বার্থ ভাবেই প্রেম করবো?’ জোরের ওপর ইয়র্কার সামলানো নেহাত মুখের কথা নয়। দাদাও আমাদের দন্দ ব্যাটার। কিছুটা হতচকিত হলেও বিন্দুমাত্র বিরত হল না। তাই এবারও বল যথারীতি মাঠের বাইরে। ‘বীথিকে আমি কখনও নিজের স্বার্থের কথা ভেবে ভুল পথে চালিত করিনি। বরং ওকে বন্ধুর মত সুপরামর্শ দিয়েছিলাম। ভালোবাসার মানুষ যাতে ভালো থাকে সেটা দেখাও প্রেমের কর্তব্য।’ আমি আবারো একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। এবার দাদা সতর্ক কিছুটা ডিফেন্ডিভও বাটে। সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর ব্যাটাররা যেরকম হয় আর কি।

লম্বা ইনিংসের লক্ষ্যে কিছুটা সাবধানী। দাদা স্বগতোক্তি’র ঢংয়ে বলে চললো, ‘দাদা, আজকালকার সব ছেলেমেয়েই এরকম, তা আমি বলছি না। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু, সংখ্যাটা বেশ কমে যাচ্ছে। প্রেম সবসময় পারস্পরিক বিশ্বাস বা পারস্পরিক সম্মান প্রত্যাশা করে। সম্পর্কের এই নূন্যতম চাহিদাটুকু ব্যতিরেকে প্রেম হয় না। যেটা আজকাল কমে যাচ্ছে। তাই, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যাও এতো বেড়ে যাচ্ছে।’

আজকের দিনটা আমার জন্য ছিলো না। তাই রণে ভঙ্গ দিলাম। দাদা আজ আমার সবকটা বলই তুলে তুলে ছয় মারলো। আমি নিশ্চিত, পরে একদিন এই টপিকেই আমি দাদাকে বোস্ত আউট করতে পারবো। আমিও যুক্তির আক্রে

আবারও একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম। ‘আমাদের সময়ের থেকে এখনকার ছেলেমেয়েরা প্রেমের ব্যাপারে অনেক বেশী সাহসী, এটুকু তো মানবে?’ এবারও রতনদা স্ট্রেট ডাইচে বল মাঠের বাইরে পাঠালো। ‘কিসের সাহসী রে? প্রেমের নামে মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য কে অনুকরণ করার মধ্যে চটকদার থাকতে পারে। কিন্তু, এর মধ্যেও কোথাও কোনো

শাপ দিতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে আজকালকার ছেলেমেয়েরাই আমার ভরসা। আশা করি, পরের বার ভ্যালেন্টাইন ডে’র আগে দাদাকে শাপিত যুক্তিতে বোস্ত আউট করার গল্প লিখতে পারবো। আপাতত, রতনদা’র কথাকে বিন্দুমাত্র পাল্লা না দিয়ে, সবাই তাদের ভালোবাসার মানুষের সাথে আজকের দিনটা সুন্দরভাবে কাটান।



নিজ স্কুলেই সদরের সেরা ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের ক্রিকেটাররা সংবর্ধিত হলো



ক্রীড়া প্রতিনিধি নিজ স্কুলেই সংবর্ধিত হলো সদরের সেরা ক্রিকেটাররা। এক বর্ণগা অন্ত্যনীর মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের ক্রিকেটারদের। এছাড়া সদর অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে দাপটের সঙ্গে খেলে সেরা হয়েছে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভবনস আগরতলা ও কলকাতা শাখার ডিরেক্টর, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা, বি এড কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষিকা-রা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতি ক্রিকেটারদের হাতে পুষ্পস্তবক, ফটো ফ্রেম এবং স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সংবর্ধনা পেয়ে আনন্দিত ক্রিকেটাররাও। জয়ের ধারা আগামীদিনেও বজায় রেখে স্কুলকে শীর্ষস্থানে বসিয়ে রাখা অঙ্গিকার বদ্ধ থাকে ক্রিকেটাররা। পাশাপাশি সংবর্ধনা জানানো হয় স্কুলের শারীরশিক্ষক বিপ্লব রায়-কেও। ওনার অক্লান্ত পরিশ্রমেই স্কুল সাফল্যের লিখরে পৌছেছে মনে করছেন স্কুলের ম্যানেমেন্ট কমিটি।

বিতর্কে জড়ালেন সাকিব, মেজাজ হারিয়ে মারলেন এক ভক্তকে

ঢাকা, ১১ মার্চ (হি.স.): মেজাজ হারিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচে হারায় বাংলাদেশ। তারপরে এক অনুষ্ঠানে সাইকেল চালিয়ে সাকিব। সেখানেই তাঁর ভক্তরা ঘিরে ধরলে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন সাকিব। ওই অনুষ্ঠানে সাকিবকে দেখে সেই নেওয়ার ও সেন্সিভ তোলার জন্য ঘিরে ধরেন বহু ভক্ত। নিরাপত্তারক্ষীদের বেড়া জাল উপক্রে সাকিবকে ঘিরে ফেলে জনতার ঢল। কার্যত জনতার মাঝে বন্দি হয়ে যান তিনি। এমনই সময় এক ব্যক্তি সাকিবকে হেয়ার চেষ্টা করলে বেজায় চটে যান অধিনায়ক। মাথার টুপি খুলে ওই ভক্তকে বার কয়েক মারতে থাকেন তিনি। সেশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিও। পরে আরও নিরাপত্তারক্ষী ঘটনাস্থলে এসে সাকিবকে উদ্ধার করে। কিন্তু টি-টোয়েন্টি সিরিজের মাঝে এমন অনুষ্ঠানে যাওয়ার নিয়ম কি রয়েছে? উঠছে প্রশ্ন। এর আগে মাঠেও বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন সাকিব।

তৃতীয় দিন দুর্দান্ত কামব্যাক ভারতীয় ক্রিকেট দলের, সেঞ্চুরি শুভমানের

আমেদাবাদ, ১১ মার্চ (হি. স.): আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আয়োজিত চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিন ভারতীয় ক্রিকেট দল দুর্দান্ত কামব্যাক করল। মাত্র ১৫ উইকেট হারিয়েই তারা এখনও পর্যন্ত ১৮০ রান করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনার শুভমান গিল তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরানটা করে ফেললেন। তিনি রোহিত শর্মা'র সঙ্গে জুটি বেঁধে তৃতীয় দিনের শুরুটা করেছিলেন। কারণ দ্বিতীয় দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়া বিনা উইকেটে ৩৬ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিল। তবে তৃতীয় দিন শুভমান হাফসেঞ্চুরি করতে না করতই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা নিজের উইকেট খুঁয়ে বসেন। এরপর শুভমান চেতেশ্বর পূজারাকে সঙ্গী করে সামনের দিকে এগিয়ে যান। আর সেইসঙ্গে টেস্ট কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরানটি পূরণ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরানটি চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করেছিলেন।

আইপিএলের আগে আমেদাবাদে টেস্ট শতরানে খুশি শুভমান, কোহলির ব্যাটে কটল অর্ধশতরানের বিরাট খরা

(সংবাদ সংস্থা) : আমেদাবাদ টেস্ট ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছে। তৃতীয় দিনের শেষে খেলা যেখানে দাঁড়িয়ে তাতে স্টিভ স্মিথের অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট সিরিজে সমতা ফেরানো সম্ভব হবে না। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৪৮০ রানের জবাবে আপাতত তিন উইকেট হারিয়ে ২৮৯ রান তুলেছে ভারত। শুভমান গিল শতরান করেছেন। হাফ সেঞ্চুরি করে ক্রিকেট বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের শাসন করে টেস্ট কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরানটি পেলেন শুভমান গিল। দেশের মাটিতে এটি তাঁর প্রথম টেস্ট শতরান। ১২টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে গিল ২৩৫ বল খেলে ১২৮ রান করে আউট হন। এটি তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের ব্যক্তিগত সর্বাধিক স্কোর। গত ডিসেম্বরে স্ট্রাম টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১১০ রান করেছিলেন শুভমান। চলতি বছর সাধা বলের ক্রিকেটে ভারতের হয়ে দূরন্ত শতরান উপহার দেওয়ার পর এবার সেঞ্চুরি দেশের লাল বলের ক্রিকেটে। শুভমান এদিনের খেলার শেষে বলেন, দেশের মাটিতে শতরান করতে পারা দারুণ অনুভূতি। সামনেই আইপিএল শুরু হবে। আইপিএলে এটিই আমার হোম গ্রাউন্ড। ফলে সুখশ্রুতি নিয়েই এবার আইপিএলে নামব। এই স্টেডিয়ামে রান করতে পেরে ভালো লাগছে। পিচ ব্যাটিংয়ের পক্ষে সহায়ক ছিল। রাফ স্পাটে বল পড়লেই একমাত্র কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। বড় রান করার লক্ষেই আমরা পেলতে নেমেছিলাম।

তৃতীয় দল হিসাবে সেমিফাইনালে উঠলো ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি কমলপুর, ১১ মার্চ তৃতীয় দল হিসাবে সেমিফাইনালে উঠলো ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব। ২৭ রানে পরাজিত করলো উদয়পুর বোলসকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত টি-২০ ক্রিকেটে কালিবাড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত আসরের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রান করে। দলের পক্ষে রোহিত রক্ষিত ৩০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ (অপঃ), প্রিয়াঙ্কুশ পাল ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, রাহুল সিনহা ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং অখিল ওমর চৌধুরী ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। উদয়পুর বোলসের পক্ষে দলনায়ক বিক্রম দাস (২/২৫) এবং অরুজিং এস কে ডি (২/৩২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে উদয়পুর বোলস নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অখর সিং ৫৪ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬, বি চৌধুরী ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, বিনায়ক এস ১৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং ধীরাজ পাল ১৩ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে মৌসুম দাস (২/১৫) এবং প্রীয়াংগু পাল (২/২৫) সফল বোলার।

ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপনে সাইকেল র্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আগরতলা শাখার উদ্যোগে "অন্যায়সম্মান স্পিক - বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ১৫ মার্চ, ২০২৩" পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি প্রচার এবং প্রসারের পাশাপাশি স্মরণীয় করে রাখার জন্য, আরবিআই আগরতলা সাইকেল হেলিক্স ফাউন্ডেশন-এর সাথে ১৪ মার্চ, মঙ্গলবার একটি সাইকেল র্যালি আয়োজন করতে যাচ্ছে। সকাল সাতটায় উজ্জ্বল প্যালেস রুপাউন্ড থেকে এই সাইকেল র্যালি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণ করবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এই উদ্যোগটি মূলতঃ সাইকেল চালানোর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থায় ভোক্তা সুরক্ষা এবং অভিযোগের প্রতিকারের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই করা হচ্ছে। সাইকেল র্যালির সূচনা পূর্বে স্লোগান অফ করবেন আর.বি.আই-এর জেনারেল ম্যানেজার, সতবন্ত সিং সাহোতা, এসএলবিসি আহুয়ার অ্যান্ড কুমার এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং প্রমুখ। উদ্যোগজনের পক্ষ থেকে সাইকেল র্যালীতে ইচ্ছুক ও সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার পেসারের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে অস্ত্রোপচার



(সংবাদ সংস্থা) : আইপিএল থেকে ছিটকেই গেলেন বাই রিচার্ডসন। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ভোগা ছিল তাঁকে। অবশেষে অস্ত্রোপচারের পেশাই হাঁটতে হলো অস্ট্রেলিয়ার পেসারকে। আইপিএলে খেলতে পারবেন না। অ্যাশেজ সিরিজের আগেও তাঁর ফিট হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এর আগে, ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দল থেকেও ছিটকে যান রিচার্ডসন। ২০১৯ সালে কাঁধে অস্ত্রোপচার হয়েছিল রিচার্ডসনের। ফলে ওই বছর বিশ্বকাপ ও অ্যাশেজে নামতে পারেননি। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অ্যাডিলিডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট দখল করেন। কাঁধে চোট পাওয়ার পর সেটি ছিল তাঁর প্রথম টেস্ট। কিন্তু ওই টেস্টেই গোড়ালিতে ফের চোট লাগে। তারপর থেকে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারেননি রিচার্ডসন। গত বছর জুনে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে ২০ ও একদিনের সিরিজে খেলেছিলেন। কিন্তু ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার প্রি সিজন চলাকালীন ফের চোটের কবলে পড়েন সফট টিস্যুর সমসাই তাকে ভোগাতে থাকে। বিগ ব্যাশ লিগের আগে তিনি শেফিল্ড শিল্ডের দুটি ও মার্শ কাপের একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। চলতি বছরেও জ্যুনিয়রিতে সিডনি থান্ডারের হয়ে শেষ টি ২০ ম্যাচ খেলেছেন। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সমস্যা কাটিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু ক্লাব ক্রিকেট খেলতে গিয়ে গত সপ্তাহে ফের চোটের জয়গাতেই তিনি আঘাত পান। ফলে অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই সিরিজের দল থেকেও তাঁকে ছিটকে যেতে হয়। নিজের টুইটারে এদিন অস্ত্রোপচারের পরের ছবি পোস্ট করে রিচার্ডসন লিখেছেন, ক্রিকেটে চোট-আঘাত থাকবেই। এই বাস্তব মেনে নিতেই হবে। হতাশাও লাগছে নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু যে খেলাটুকি ভালোবাসি সেখানে ফেরার মতো পরিস্থিতিতে রয়েছি। এ জন্য কঠোর পরিশ্রম করব। নিজেকে আগের চেয়েও আরও উন্নত করে তুলব। এক পা পিছিয়ে গেলেও দুই পা এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যাডাম ভোজেস নিশ্চিতভাবে বলতে পারেননি কতদিনে রিচার্ডসন ফের মাঠে ফিরতে পারবেন। বিগত এক বছর ধরে কতদিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রিচার্ডসনের পাশে থাকার বার্তাও দেন তিনি।

জয়দীপের জীবনের সেরা রান সফুলিঙ্গের হেজে ভস্মীভূত শতদল



ক্রীড়া প্রতিনিধি সফুলিঙ্গের হেজে ভস্মীভূত শতদল সঙ্ঘ। শেষ ম্যাচে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে সফুলিঙ্গের ক্রিকেটাররা কতটা তেতে ছিলেন এর আভাষ পাওয়া গেলো শনিবার। এম বি বি স্টেডিয়ামে। এদিন জয় পাওয়ায় খেতাব অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেলো। শেষ ম্যাচেও হারলো শুধু রান রেট ভালো রাখতে হবে সফুলিঙ্গকে। আপাতত এককভাবে শীর্ষে রয়েছে দীপক ভাটনাগরের দল। রাজা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। এদিন সফুলিঙ্গের গড়া ৩৪৮ রানের জবাবে শতদল সঙ্ঘ মাত্র ১৭০ রান করতে সক্ষম হয়। সফুলিঙ্গ জয় পায় বিশাল ১৭৮ রানে। দলের ওপেনার জয়দীপ বনিক জুবনের সেরা ইনিংস খেলেন এদিন। করেছেন ১৪৪ রান। মূলত জয়দীপের দূরন্ত ব্যাটিংয়ের কাঁধে ভর দিয়ে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সফুলিঙ্গ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে পাছাড় সমান ৩৪৮ রান করে। দ্বিতীয় উইকেটে জয়দীপ এবং রাজোর উদীয়মান প্রতিভা শ্রীদাম পাল ১১১ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়তে সাহায্য করেন। পরে মণিশঙ্কর মুড়াসিং এর ঝড়ো বিশাল ১৭৮ রানে গড়িয়ে দেন। দলের পক্ষে জয়দীপ বনিক ১৪৭ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪৪, শ্রীদাম পাল ৫৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২, মণিশঙ্কর মুড়াসিং ৪৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০, বিক্রম কুমার দাস ৩৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং অভিজিৎ সরকার ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। শতদল সঙ্ঘের পক্ষে বিজয় রায় (২/৪৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিশাল রানের নীচে চাপা পড়ে যায় শতদল সঙ্ঘ। দল ৩৩.৫ ওভার ব্যাট করে মাত্র ১৭০ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে সৌরভ দাস ৩৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, পবন চান্ডেল ২৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, সাদাব খান ১৮ বল খেলে ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, দীপায়ন দেববর্মী ৩৫ বল খেলে ১৬ এবং বিজয় রায় ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। সফুলিঙ্গের পক্ষে জয়দীপ ভট্টাচার্য (৪/৪৪), অজয় সরকার (৩/৩২) এবং চিরঞ্জী৭ পাল (২/৫৪) সফল বোলার।

তাপসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয় পেলো সেন্ট্রাল রোড সি সি সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি ধর্মনগর, ১১ মার্চ তু বার দেবনাথের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। আর তাতেই জয় পেলো সেন্ট্রাল রোড ক্রিকেট কোটিং সেন্টার (সি আর সি সি সি)। ৩৫ রানে পরাজিত করলো জিনিয়াস ক্রিকেট কোটিং সেন্টার (জি সি সি সি)কে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত মালাবতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। মহকুমা কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সেন্ট্রাল রোড ক্রিকেট কোটিং সেন্টারের গড়া ১৬২ রানের জবাবে জিনিয়াস কোটিং সেন্টার ১২৭ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের তাপস দেবনাথ প্রথমে ব্যাট হাতে ১৯ রান করার পর বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। সঙ্গত কারণেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় তাপসকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সেন্ট্রাল রোড ক্রিকেট কোটিং সেন্টার ১৬২ রান করে ৩৬.৪ ওভারে। দলের পক্ষে দীপ শর্মা ৩২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, পিকু দেব ৪৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, দেবাংগু ব্যানার্জি ২৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, তাপস দেবনাথ ৩৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। জিনিয়াস ক্রিকেট কোটিং সেন্টারের পক্ষে নয়ন চক্রবর্তী



(৩/২৪), মহম্মদ রিজোয়ান (২/২১), শ্যাম শুভ দে (২/৩০) এবং বিশ্বদীপ মাল্যকার (২/৩৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে তাপস দেবনাথের বিশ্বদীপ বোলিংয়ের সামনে জিনিয়াস ক্রিকেট কোটিং সেন্টার ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে মহম্মদ রিজোয়ান ৩৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, শ্যাম শুভ দে ৪৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং বিশ্বজিৎ দাস ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। সেন্ট্রাল রোড ক্রিকেট কোটিং সেন্টারের পক্ষে তাপস দেবনাথ (৫/৫৩) এবং প্রদীপ দাস (২/১৮) সফল বোলার। আজ আসরের তৃতীয় ম্যাচে এন এস সরণী খেলতে অঙ্কুর ক্লাবের বিরুদ্ধে।

জেসিসি-কে হারিয়ে রানার্স খেতাব নিশ্চিত ইউনাইটেড ফ্রেডস-এর

জেসিসি:- ১৯৩/১০(৪৮.৫ উই. ফ্রেডস:- ১৯৭/৬(৩৯) ক্রীড়া প্রতিনিধি, দুর্দান্ত জয় ইউনাইটেড ফ্রেডস-এর। হারিয়েছে চার উইকেটের ব্যবধানে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবকে। এই জয়ের সুবাদে ইউনাইটেড ফ্রেডস যথারীতি সুপার ডিভিশনের রানার্স খেতাবও নিশ্চিত করে নিয়েছে। অপরদিকে সর্বাধিক ম্যাচে জয়ের সুবাদে সফুলিঙ্গ ও চ্যাম্পিয়নের খেতাবে নিশ্চিত প্রায়। তাও এক ম্যাচ বাকি থাকতেই। ইউনাইটেড ফ্রেডস আজ, শনিবার নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গাউন্ডে

জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেডস প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং-এর সুযোগ পেয়ে ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার সাত বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৯৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভয় দ্বিবেনীর সর্বাধিক ৬৫ রান উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড ফ্রেডসের অভিভিৎ চক্রবর্তী ৩৪ রানে তিনটি এবং অধিনায়ক রজত দে দুটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া অর্জুন দেবনাথ, শুভম ঘোষ, পারভেজ সুলতান ও প্রিয়াংগু গৌতম প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেডস প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং-এর সুযোগ পেয়ে ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার সাত বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৯৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভয় দ্বিবেনীর সর্বাধিক ৬৫ রান উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড ফ্রেডসের অভিভিৎ চক্রবর্তী ৩৪ রানে তিনটি এবং অধিনায়ক রজত দে দুটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া অর্জুন দেবনাথ, শুভম ঘোষ, পারভেজ সুলতান ও প্রিয়াংগু গৌতম প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার! ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের আনন্দ ফিকে



(সংবাদ সংস্থা) : দক্ষিণ আফ্রিকা জোহানেসবার্গ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৮৪ রানে হারাল। তেঙ্গা বাভুমা'র দল সিরিজ জিতল ২-০ ব্যবধানে। যদিও উদ্বোধন কেশব মহারাজ গুরুতর চোট পাওয়ায় উইকেটপ্রাপ্তির পর আনন্দ উদযাপন করতে গিয়েই চোট পান প্রোটিয়া স্পিনার। স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে যেতে হয় তাঁকে। আজ ছিল দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম উইকেটটি পড়েছিল ২১ রানে। সেখান থেকে ৩৪ রানে ছয় উইকেট হয়ে যায় ক্যারিবিয়ানদের স্কোর। ১৮.৫ ওভারে কাইল মেয়ার্স লেগ বিকোর হন। তার

আগে রস্টন চেজকেও বোল্ড করেছিলেন মহারাজ। মেয়ার্সকে প্রথমে আউট করেন। বাভু মা ডিআরএসের দ্বারস্থ হয়ে রিভিউ নেন। যা দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষেই যায়। এরপরই চোট লাগে মহারাজের। আম্পায়ার সিদ্ধান্ত বদলে মেয়ার্সকে আউট দিতেই এই উইকেট পাওয়াকে সেলিব্রেট করতে গিয়েছিলেন মহারাজ। তখনই হঠাৎ জোরালোভাবে মাটিতে পড়ে যান। মনে হয়েছে, গোড়ালির টেন্ডনে চোট লেগেছে। কিন্তু ক্ষণ মাঠে গুঞ্জন করা হলেও কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। চোট কতটা গুরুতর

তা স্পষ্ট হবে এমআরআই স্ক্যানের রিপোর্ট আসার পরেই। মহারাজ চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই চোট পেয়েছিলেন উইয়ান মুন্ডার। ফলে শেষ অবধি প্রোটিয়া'দের খেলতে হয় তিন বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়েই। অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৫.১ ওভারে ১০৬ রানেই অল আউট হয়ে যায়। উইকেটকিপার জোসুয়া ডা সিলভা সর্বাধিক ৩৪ রান করেন। সাইমন হার্মার ও জেরাল্ড কোয়েটজি তিনটি করে এবং কাগিসো রাবাডা ও কেশব মহারাজ দুটি করে উইকেট দখল করেন। তেঙ্গা বাভুমা প্রথম ইনিংসে ২৮ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ রান করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান।



শহর ও শহরতলীতে চোরের উপদ্রব

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহর ও শহরতলীর জনগণের মধ্যে রাত্তিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রতি রাতেই কোন না কোন স্থানে চোরের ঘটনা ঘটে চলে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মানুষের বাড়িঘর সহ দেব মন্দিরগুলিতেও চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। স্বাভাবিক কারণেই রাত্তিকালীন পুলিশি টহল নিউ বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজধানী সহ তৎসংলগ্ন এলাকা গুলিতে চুরির ঘটনা ফের বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ি ঘড়ের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলিতে চলছে চুড়ির হিড়িক। এরই মধ্যে শনিবার পূর্ব থানার অতর্কিত কামারপুকুর কালী মন্দিরে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি জানান চোরের দল মন্দিরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর কালীমূর্তির গায়ে থাকা স্বর্ণালঙ্কার সহ একটি প্রণামী বাস্ক ভেঙ্গে নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়। প্রণামী বাস্কের মধ্যে ছিল ১০ হাজার টাকার মতো। গোট ঘটনা চিত্র ধরা পড়ে সিসি ক্যামেরায়। তিনি আরো জানান তিন ধাপে চোরেরা আসে। ঘনবসতি এলাকায় চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পড়ে পূর্ব থানায় খবর দেয়া হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজয় মিছিল অব্যাহত

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজেপির বিজয় মিছিল অব্যাহত রয়েছে। বড়জলা বিধানসভা এলাকাতো বিজেপি বিজয় মিছিল সংঘটিত করেছে। বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস এবারের নির্বাচনে পাশ করতে পারেননি। তদুপরি রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ায় এলাকায় বিজয় মিছিল সংগঠিত। রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার সুবাদে রাজ্য জুড়ে চলছে বিজেপির বিজয় উৎসব। তারই অঙ্গ হিসাবে শনিবার বিজেপি ৪ বড়জলা মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিজয় মিছিল। এদিন দলীয় কর্মী সমর্থকেরা মিছিলে অংশ নেন। গেরুয়া আবার মেখে এবং বাদ্য যন্ত্রের তালে মেতে ওঠেন তারা। ছিলেন এই কেন্দ্রের বিজেপি-র বিজিত প্রার্থী ডাঃ দিলিপ দাস, মণ্ডল সভাপতি মুকুল চন্দ্র রায়, গ্রামীণ জেলায় সভাপতি অসিত রায় সহ অন্যান্যরা। দ্বিতীয় বারের জন্য রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা জানান নেতৃত্বরা।

Goutam Saha
PH : 0381-2385326

GSTIN : 16AUOP98576M1ZD

8794121209

M/S SAHA TILES & SANITATIONS
CHITTARANJAN ROAD, AGARTALA

মেঃ সাহা টাইলস্ এন্ড স্যানিটেশনস্

ধর্মনগরে বিজয় মিছিল

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : শনিবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্থ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির বিজয় সমাবেশ এবং মিছিল। এই কেন্দ্রে পরপর চারবারের বিজয়ী প্রার্থী বিশ্ববন্ধু সেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যৎ দে সরকার, ভাইস চেয়ারপারসন মঞ্জুনাথ সহ পূর্ব পরিষদের কাউন্সিলররা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর বিভাগের মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, কার্যকর্তা, বৃথ সভাপতি সহ বিভিন্ন স্তরের বিজেপি দলের সমর্থকরা। সমাবেশে মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্য নিয়েছিল। পরবর্তী পাঁচ বছর ধর্মনগরে বিশ্ব বন্ধু সেনের মুখ্য কাজ কি হবে এর উত্তরে তিনি জানান উন্নয়ন এবং আরো বেশি উন্নয়ন। যাতে একেবারে নিচুস্তরের মানুষ থেকে শুরু করে প্রত্যেকে রুটি রোজি, খাদ্য, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিটি জিনিসে উন্নত পরিষেবা পায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। এই জয় মানুষের জয়। উন্নয়নের জয় বলে তিনি জানান।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : বিলোনিয়া প্রেস ক্লাব ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের বরিস্ত সদস্য সাংবাদিক তাপস মজুমদারের মাতৃবিয়োগ... বাবা রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরে স্বল্পকালীন সময়ের ব্যবধানে শনিবার সকাল ৬টা বেজে ৫৫ মিনিটে আগরতলা আই এল এস হাসপাতালে বিলোনিয়া ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকার প্রতিনিধি তাপস (টিমু) মজুমদারের মা লীলা দাস মজুমদারের হার্ট অটক হয়ে মৃত্যু হয়। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মৃত্যু কালে রেখে গেছেন এক ছেলে ও দুই মেয়ে সহ নানি নাতনি ও অসংখ্য আত্মীয় পরিজনকে। মাস তিনেক আগে সাংবাদিক তাপস মজুমদারের পিতৃবিয়োগ হয়েছিলো, স্বখেও কেউ ভাবেনি কালের বিরাটহাওয়া এত তাড়াতাড়ি মাকেও হারাতে হবে। পরিবারে রোজগারে আর কেউ রইলেননা, আগেই ১০৩২৩ এ তাপসের স্ত্রীর চাকরি চলে গেছে, বাবা রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরে চাকরি করতেন, অবসরে পেনশন পেতেন, বাবা মারা যাওয়ার পর, মায়ের পেনশন মাত্র শুরু হয়েছিল, তাও ভাগ্যে সইলো না, সেটা গেলো এখন সেই অবলম্বন টুকু হারিয়ে সত্যি তাপস আজ তার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে কি কোরে আগামীর পথ চলা শুরু করবে এনিয়ে মহা চিন্তায় পড়েছে, সে একদম নির্বাক হয়ে গেছে, সত্যিকার অর্থে তাপস আজ বড় অসহায় দিশ্বর তার সহায় হন। আমরা বিলোনিয়া প্রেস ক্লাব ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে ওর পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি ও পাশে থাকার অঙ্গীকার করছি।

CMYK

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

বাংলা দৈনিক পত্রিকা

TRIPURA BHABISHYAT, SUNDAY, 12th March, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, রবিবার, ১২ মার্চ, ২০২৩ ইং, ২৭শে ফাল্গুন, ১৪২৯ বাং

স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের স্বর্ণ শ্রী সন্মান প্রদান



স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আয়োজিত স্বর্ণ শ্রী সন্মান প্রদান অনুষ্ঠান ১১ মার্চ, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরার সকল নারীকে সন্মান জানিয়ে ১২জন নারীকে বিশেষ সন্মান প্রদান করা হয়। সেরা স্বর্ণ শ্রী সন্মান ২০২৩ প্রদান করা হয় সুলেখা সাহাকে তার জীবন যুদ্ধকে সন্মান জানিয়ে। এই বর্ণময় সন্মানে উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর কর্ণধার শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ ও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর ডাইরেক্টর শ্রী জয় নাগ ও শ্রী দিবাকর নাগ। উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বাড়ির মহারাজা শ্রীশ্রী ভক্তি বৈষ্ণব মহারাজ, এম বি বি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার শ্রী সুমন্ত চক্রবর্তী এবং ত্রিপুরা উইমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল মণিদীপা দেববর্মী। গান, নৃত্য ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সন্মানে বর্ণময় হয়ে ওঠে। গত ৩ বছর পার করে ৪ বছরে পরলো স্বর্ণ শ্রী সন্মান। এই অনুষ্ঠান নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পরার মত, সকল ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ।

কৈলাশহরে শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়, ফটিকরায় মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাসকে জন-সংবর্ধনা জ্ঞাপন, উদ্দীপনা-উচ্ছাস

।। অনিমেঘ ভট্টাচার্য্য, কৈলাশহর।।

ত্রয়োদশ রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়েছেন বি.জে.পি-আই.পি.এফ.টি কোয়ালিশন সরকার। বিপুল জনসমর্থন ও জনপ্রিয়তাকে পাথের করে এই বিজয় এসেছে। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন জনতা জনার্দন। এই উপলক্ষে কৈলাশহরে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল বিজয় মিছিল চণ্ডীপুর ও কৈলাশহর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। অন্যদিকে ৫১.নং ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সুধাংশু দাসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দু'টি কর্মসূচিতে হয় জনচল। ছিল উচ্ছাস-আবেগ-ভালোবাসা ও উদ্দীপনা। এই উপলক্ষে আজ দুপুরে বি.জে.পি 'র ফটিকরায় মন্ডল কমিটির উদ্যোগে আজ রাজ্যের নবনিযুক্ত মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এখানে বি.জে.পি'র ফটিকরায় মন্ডল কমিটি ও বিভিন্ন মোর্চা এবং প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের পক্ষ থেকে

সম্মান জানানো হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষন দিতে গিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, জন আশীর্বাদে ও জনরায়ের বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসেছে। জনগণ বর্তমান সরকারের প্রতি যে আস্থা-বিশ্বাস রেখেছেন, তার পূর্ণসম্মান দিতে সরকার বদ্ধ পবিকর। এখানে উপস্থিত ছিলেন, উনকোটি জিলা পরিষদের সভাপতি অমলেন্দু দাশ, বি.জে.পি'র জেলা সভাপতি পবিত্র চন্দ্র দেবনাথ, মন্ডল সভাপতি নীলকান্ত সিনহা প্রমুখ। এদিকে বি.জে.পি'র

কৈলাশহর ও চণ্ডীপুর মন্ডল কমিটির যৌথ উদ্যোগে আজ সকালে বিজয় মিছিল কৈলাশহরে সংঘটিত হয়। কৈলাশহরের পাইতুরবাজারস্থিত মোটরস্ট্যান্ড প্রাঙ্গণ থেকে এই বিজয় মিছিল শুরু হয়ে কৈলাশহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এখানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। স্থানীয় মোটরস্ট্যান্ডে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ
পণ্ডিত অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য
গুপ্তদেশ পঞ্জিকার প্রধান রাশ্যপদক ও পৌরোহিত্য পরিষদের প্রধান

শীঘ্রই আসছেন
আগরতলায় প্রথমবার আগমন

R রাধাকৃষ্ণ
জুয়েলারী

উদ্যোগের • আগরতলা • ধর্মপূর্ণ • বিলোনিয়া
অগ্রিম বুকিং করার জন্য যোগাযোগ করুন-
Ph: 03812384139 / +917005346197

আগুনে পুড়ে ছাই দোকান

আগরতলা, ১১ মার্চ (হিস.) : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একটি দোকান। অনুমান, নাশকতার আগুনেই পুড়েছে ওই দোকানটি। শুক্রবার রাত ৩টা নাগাদ পশ্চিম জয়নগরের বাসিন্দা কিশোর সরকারের দোকান আগুনে পুড়ে গেছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক নয় লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিক। ওই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে দোকান মালিক জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে দোকানের কাজ সেরে ঘরে যায় তিনি। রাত ৩টা নাগাদ প্রতিবেশীদের চিৎকার



কৈলাশহরে হামলায় আহত যুবক

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : কৈলাশহর ভগবাননগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিগত কয়েকদিন পূর্বে পূর্ব শত্রুতার জেরে রাতের আঁধারে চলন্ত বাইকের মধ্যে কাঠের টুকরো দিয়ে বাইকের মধ্যে আঘাত করার ফলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় এক যুবক। থানায় মামলা দায়ের। কৈলাশহর ভগবাননগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিগত কয়েকদিন পূর্বে পূর্ব শত্রুতার জেরে রাতের আঁধারে চলন্ত বাইকের মধ্যে কাঠের টুকরো দিয়ে বাইকের মধ্যে আঘাত করার ফলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় এক যুবক। বিগত কয়েকদিন পূর্বে রাতের আঁধারে ভগবাননগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা, রুবেল আলী তার নিজের বাইক নিয়ে কৈলাশহরে আসার পথে ওই একই এলাকার এক ব্যক্তি পূর্ব শত্রুতার জেরে রুবেল আলীর বাইকের মধ্যে কাঠের টুকরা দিয়ে আঘাত করার ফলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় রুবেল আলী। গুরুতর ভাবে আহত হয়। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে সে কৈলাশহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন রুবেল আলির মা। ওই এখন দেখার বিষয় হল পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনার তদন্তক্রমে কি রহস্য উদ্ঘাটন করে।

সেনা জাগ্রত, তাই দেশ সুরক্ষিত : সুশান্ত



ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান আর্মি সর্বদা জাগ্রত রয়েছে বহুই দেশ আজ সুরক্ষিত। ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মি বিশেষ ভূমিকা নেয়। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় ইন্ডিয়ান আর্মি দিনরাত কতব্য পালন করে চলেছেন। শনিবার ইন্ডিয়ান আর্মির উদ্যোগে প্রাক্তন সৈনিক ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শালবাগানস্থিত মূল কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ত্রিপুরা রাজ্য বসবাসরত ভেটেরোস এবং বীর নারীদের কাছে পৌছানোর প্রয়াসের বন্ধনকে পুনরাজীবিত করার জন্য আগরতলা মিলিটারি স্টেশনে প্রাক্তন সেনা সদস্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এদিন এক র্যালির আয়োজনও করা হয়। মূল

উদ্দেশ্য হল ভেটেরোস এবং বীর নারীদের প্রাসঙ্গিক অবসর গ্রহণের পরে উপকারী তথ্য সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্পের তথ্য প্রচার, অভিযোগের প্রতিকার এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে অসঙ্গতিগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা প্রদান করা। এতে সহায়তা করে রেজিমেন্টাল রেকর্ড অফিস, প্রিন্সিপাল কন্সট্রাক্টর অফ ডিফেন্স অ্যাকাডেমি, রাজ্য সরকারী সংস্থা এবং ব্যাকের আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির ব্রীগেডিয়ার নিলেশ চৌধুরী, মনিপুর থেকে আগত ব্রীগেডিয়ার নীল জন সহ অন্যান্যরা।

THE HOPE
(An Exclusive Medical Day Care Unit)

Tripura's First Exclusive Medical Day Care Unit Only For

Advanced Chemotherapy **Now @ Agartala** Advanced Eye Surgery (Phaco)

It's **Nothing** but an **E**xperience

CHEMOTHERAPY ONCOLOGY & ONCO SURGERY OPD EYE SURGERY (PHACO) EYE / OPHTHALMOLOGY OPD

© Reach us @ 8014251101 / 8798610070

Khejurbagan, Airport Road, Agartala, Tripura (W) - 799 006.

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

All Tripura Based retail & wholesale business Network.

AGARTALA, UDAIPUR, KUMARGHAT, DHARMANAGAR (Opening Soon)

Distributor : LG ELECTRONICS PVT. LTD. Tripura (S)

Owner, Publisher, Editor, Printer : Smt. Chandra Roy, Published from Banamalipur, Jorapukurpur, P.O. - Agartala, P.S. East Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Printed from Mudran, Ramnagar Road No.4, Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Asst. Editor : Bishal Saha, REGD. WITH RNI NO. 40964/90, POSTAL REGD. NO AGT/012/2018-2020, Phone : 9436456207, e-mail : bhabishyatttripura2021@gmail.com